সাবিত্রী।

(পৌরাণিক দৃশ্য-কাব্য।)

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত

প্রণীত।

"পতি সেবা পরং সত্যং দানং তীর্থাভিষেচনং
সর্ব্ব দেবময়ঃ স্বামী সর্ব্বস্মাচ্চ পরঃ শুচিঃ।
সর্ব্ব পুণ্য স্বরূপশ্চ পতিঃ"

কলিকাতা,
১/১ শঙ্করঘোষের লেন, নব্যভারত প্রেসে,
শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৪ সাল।

 মূল্য আট আনা।

উৎসর্গ।

কাশিমবাজারাধিপতি

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

বাহাদুর।

মহারাজ,

গুণের আদর সর্ব্বত্র, সাবিত্রী আমার হাতে পড়িয়া সম্পূর্ণ গুণহীনা। সাধারণে ইহা আদৃত হইবে না জানি। আপনি স্বগুণে নির্গুণেরও আদর করিয়া থাকেন, কৃপাপূর্ব্বক সাবিত্রীকে স্নেহ-চক্ষে দেখিলে কৃতার্থ হইব।

গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

অশ্বপতি	মদ্রদেশের রাজা।
দ্যুমৎসেন	শাল্বদেশের রাজা।
সত্যবান	দ্যুমৎসেনের পুত্র।
কেশব	সত্যবানের সহচর।

যম, নারদ, মন্ত্রী, পারিষদবৃন্দ, চিত্রগুপ্ত, যমদূত-দ্বয়, রাজপুরোহিত ও ঋষিবালকগণ।

স্ত্রীগণ।

মালবী	অশ্বপতির স্ত্রী।
শৈব্যা	দ্যুমৎসেনের স্ত্রী।
সাবিত্রী	অশ্বপতির কন্যা।
মুরলা	সাবিত্রীর সহচরী।
সুরমা	ঋষিপত্নী।

এতদ্ব্যতীত বনদেবী।

সাবিত্রী।

(পৌরাণিক দৃশ্য-কাব্য।)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(রাজপ্রাসাদ মধ্যস্থ উপবন।)

সাবিত্রী ও মুরলা।

গীত।

সাধের প্রাণ সাধে সাধে পরকে কিলো দিতে পারি,
মনের কথা, প্রাণের ব্যথা পরের কাছে ফুট্‌তে নারি
নাইক চেনা, নাইক শুনা,
না জানি প্রাণ আপন কি না,—
পরের কাছে আপন হ'য়ে সাধের হাসি হেসে মরি ;
আপনিই আপন-হারা, পরকে আপন মনে করি !

মুরলা। ম্লান-কমলিনী মত মলিন-মুখেতে
অশান্তি-প্রতিম কেন তুমি লো সজনি
নিরবধি? কেন হাসি নাই,—স্ফূর্ত্তি-হীন
কেন? কেন বা না কও কথা, মুরলারে

লয়ে,—আগেকার মত সাদরে সস্নেহে
সখি ? সোহাগের শতদল, কেন, কোন্
দুখে বল হেন অফুটন্ত ভাব হেরি লো
সতত ? মধুর-বসন্ত-কাল, মধুর
বনেতে মোরা,—মধুর পরাগে হাসিছে
বিটপি রাজি। মধুর-কুসুম তুলিছে
যতনে,—সরল হৃদয়া কত সুন্দরী
যুবতী—উপহার দিবে ব'লে প্রাণেশ-
রতনে। তুমি কি না সখি, হেন মধুময়
কালে, মধুময় ভাব ত্যজি, দিশেহারা
মত, মন-মরা ভাবে বিবশা হইয়া
হায়, আছ নিমগন ! কি অভাব তব
বল,—যে অভাবে এত গুরু অন্তর
তাপিত ? রাজার নন্দিনী তুমি, চির-
সুখ তব। অল্প মাত্র অভাবের চিহ্ন
নেহারিয়া কত শত দাস দাসী হয়
লো অস্থির—নিবারিতে সে অভাব কায়-
মন করি। তবে সহচরি ! এত সুখে
বিষাদের চিহ্ন কেন বলনা সখীরে ?

সাবিত্রী। সখি রে !—

কিসেরই কারণ, মন উচাটন
কে জানে কেন বা বুঝিতে নারি,
কত দুখে যেন জ্বলিতেছে হৃদি,
জ্বালা নিবারিতে যেন না পারি।

কি যেন ছিল না পরাণ-ভিতরে
পরাণ-সজনি, কখন হায়,
এখন সজনি, পরাণ আমার
কি যেন খুঁজিতে সতত চায়!
কি যেন ভাবনা জ্বলিছে সতত,
হৃদয়-মাঝারে বিষের সম,
কি যেন কি পেলে জুড়ায় হৃদয়,
কি যেন অভাব হয়েছে মম।

মুরলা। বুঝেছি সজনি! তুমি যুবতীর বেশ
ধরিতেছ বালিকার ভাব অতিক্রমি
অল্পে অল্পে। অল্পে অল্পে সজনি লো এবে
যুবতীর আভা তব অঙ্গে বিরাজিছে।
যৌবন-বরষা স্ফীত যথা নদী-নীর
হাস্য-মুখে সিন্ধু পথ করে অন্বেষণ
মধুর কালেতে সখি,—তুমিও তেমতি
তব মধুময় কালে, মধু-প্রাণ-জন
সাথে মধুর মিলন লাগি হ'য়েছ আকুল
স্বভাব-সুলভ-বশে। প্রথম, প্রণয়-মন্ত্রে
ম'জে লো সজনি! হারায়েছ চিত তব;—
মন-মরা হেরি তাই তব মুখ খানি।

সাবিত্রী। সখিলো,—

পরাণ আমার নিগূঢ়-নিলয়ে
কোথায় যেন বা লুকান ছিল,

নীরব-নিশীথে স্বপনে সজনি,
কে যেন আসিয়া হরিয়া নিল।
মোহন-মূরতি পুরুষ-রতন
যেন বা এখন সমুখে ওই—
আপনা ভুলিয়া পরেরি হয়েছি
যেন আমি এবে আমার নই!

মুরলা। সখি,—

একি অসম্ভব কথা শুনি লো শ্রবণে
আজি তব মুখে! সত্য বটে, ভালবাসা
স্বভাবের বশে, উপনীত হয় আসি
যৌবন কালেতে; কিন্তু একি কথা, একি
কথা সজনি লো! নিদ্রা কালে স্বপ্নবশে
পুরুষ মুরতি নেহারিয়া মন চায়
তারে পূজিবারে? কোন কালে, কোন দেশে
শুনিনাই শ্রবণেতে এ হেন বারতা।

সাবিত্রী। সজনি লো, দেখ নাই নয়নেতে,
তুমি লো কখন তাঁহার মূরতি-শোভা।
নিদ্রাকালে, যে মূরতি হেরিয়াছি আমি
সে মূরতি সম—নয় তো কি ছার কথা,—
অমর আবাসে, বৃন্দারকদল মাঝে
আছে কি না তত শোভা, তাহাতেও সখি,
আমি সংশয় মনেতে গণি। কি যেন লো
কত নব কান্তি তাঁর অঙ্গে প্রকাশিছে

শত ধারে,—সে কান্তি আমার কাছে
অনুপম সখি!

মুরলা। সখি, বিস্ময় জন্মিছে মনে, শুনে তব
কথাচয় ক্রমে ক্রমে। অতি পুরাতন
কালে, উষাদেবী হেরেছিল হেন মত
স্বপ্ন নিশাযোগে। তারপর আর কেহ
কভু শুনে নাই শ্রবণেতে এ হেন বারতা।

সাবিত্রী। সখি লো, হেরিনু যে শুভ-স্বপ্ন, শুভ
নিশাযোগে, কি কব তাহার কথা।
কত যে মধুর ভাব, এখনও মিশান
রয়েছে সজনি, তা'তে, অধিক বলিতে
নারি। সুন্দর, সুঠাম সেই মূর্ত্তি
মনোহর,—যখন হেরিনু, তখনি ভুলিনু,
মজিনু রূপেতে তা'র। অমনি তাহার লাগি
প্রাণ উচাটন হ'ল লো সজনি, মম।
সত্য কি কহিতে সখি, সকল ভুলিয়ে,
সরম ত্যজিয়ে, সেই মূর্ত্তি সেবা ধরম
করিয়ে, তারি করে প্রাণ মন সঁপেছি
লো সখি, সযতনে। জিজ্ঞাসা করিল
দাসী, নাম তাঁর কিবা, সুন্দর মূরতি
প্রতি, অমনি শুনিল, কে যেন
কহিয়া গেল অতি মৃদু মৃদু—"সত্যবান"
নাম এঁর, এই তব পতি"।

মুরলা। চমৎকার স্বপ্ন বটে! না জানি কি ছলে

ছলিলা লো! কোন দেব এহেন অবলা
প্রতি——

সাবিত্রী। সখি! কিসে পাব তাঁরে? হৃদি যে আকুল
হ'ল তাঁহার লাগিয়ে! প্রাণ যে রহে না
প্রাণে—কি করি উপায় বল না লো
সহচরি!

মুরলা। ধৈর্য্য ধর, প্রাণ সখি, ধৈর্য্য বিনা কার্য্য
নাশ। বিশেষতঃ, ধৈর্য্য-সাথী প্রেম চির।
প্রেমিকা নলিনী যবে হেরে ইন্দু মুখ
ধৈর্য্য ধরি রহে তবে। পুনঃ, নিশা গতে
ডুবে যবে নিশানাথ, রাখিয়া বিরহে
প্রাণপ্রিয়া কুমুদীরে, নলিনী আবার
পায় প্রাণেশ রতন, ভাসে মহা সুখে।
তুমিও সজনি, থাক ধৈর্য্য ধরে, পূরিবে
কামনা তব, নাহিক সন্দেহ।

সাবিত্রী। সখি, কতবার মনে করি,
যতনে ধৈরয ধরি,
কেন মিছে ভাবি আর, তারে আর পাবনা।
ভুলে যা'ব তা'র মুখ
যতনে বাঁধিব বুক,—
অসুখ অশান্তি পথে কভু আর যাবনা।
কিন্তু হায় পোড়া মন বশীভূত নয়,
দেবতা-দুর্লভ লাগি ঘটায় প্রলয়।

তুমি মম সহচরী,
তব দুটি করে ধরি,
কি করিলে ভাল হয়, বলে দাও সজনি,
কে যেন নিয়েছে প্রাণ, আর প্রাণে বাঁচিনি!

মুরলা। সখি, ভেবনাক অত, পাবে মনমত ধন,
থাক ধীর হয়ে। দুখ কি কাহার লাগি
থাকে চিরদিন? মেঘেতে গগন ঢাকে,
হয় অন্ধকার, গুরুগুরু রব করি
পড়ে বারি ধারা, অশনির ভীম নাদে
পান্থ ত্রস্ত প্রায়, "রক্ষ রাম, রাবণারে"
ডাকে উচ্চৈঃস্বরে। কিন্তু ক্ষণ কাল পরে,
দেখ, সেই অন্ধকার বিলীন গগন-
ভালে। নাহি কাদম্বিনী ধ্বনি, নাহি আর
বারি ধারা প্রলয়ের মত। তমস্থলে,
সুন্দর আলোক চিহ্নে পান্থ ভ্রমিতেছে।
তবে, কেন সখি, তোমার সে সুখ দিন
হবে না উদয়? স্থির হও, স্থির হ'য়ে
কিছু কাল করিলে যাপন, পাবে প্রিয়-
জনে সখি, নাহিক সন্দেহ।

সাবিত্রী। সখি, যা'আছে কপালে হবে। চল এবে
গৃহে যাই। তিমিরবসনে দেখ, সন্ধ্যা
উপজিল, ভাবিত হবেন মাতা বিলম্ব
দেখিলে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(রাজ-কক্ষ।)

মালবী ও অশ্বপতি।

মালবী। কে জানে ক'দিন হ'তে সাবিত্রী আমার
হয়েছে কেমন যেন। কেন নাথ ! নাহি জানি
হেরি দিন দিন, বিলাসে অরুচি তা'র।
না বিনায় বেণী আর শরীর-শোভন
সযতনে হাসি-মুখে। মূল্যবান পরিধানে
হেরি বীতরাগ, আভরণে অযতন
সতত নেহারি। ইন্দুনিভ-আননেতে
না হেরি হাসির ছটা। অল্প মাত্র আস্থা
নাই, প্রিয়জন সাথে পরিচয় করিবার
তরে। কেন নাথ ! কেন, বল, কি দুখের
তরে, সাবিত্রী আমার কেন বা এমন
হ'ল !

অশ্বপতি। কি ক'রে বুঝিব প্রিয়ে ? সুমতী সাবিত্রী
অন্দরের মাঝে সদা করে অবস্থান।
সদা ব্যস্ত রহি আমি, রাজকার্য্য তরে।
আসি যবে পুরি মাঝে, হেরি তা'র মুখ
দিনান্তে বারেক মাত্র। তুমি পুর-নারী,
তোমারি জানিতে শক্তি কিবা তার দুখ,
কিবা তা'র মর্ম্ম কথা।

মালবী। নাথ, ভাগ্য-ক্রমে সন্ততী-সাবিত্রী মাত্র
আমার সম্বল। লভি নাই পুত্র আর
করমের ফলে। সে সাবিত্রী দুখে মম
যাপিলে জীবন, কিসে আমি সুখে রই ;
কি সুখেতে বল, ভাসি আমি সুখ-নীরে ?
কর মহারাজ, কর প্রতীকার তা'র
যে দুখে দুখিত মম পরাণ দুহিতা।

অশ্বপতি। রাণি, অসম্ভব কথা তব। কি দুখে
ব্যথিত মম পরাণ দুহিতা, জানিনুনা
বিন্দুমাত্র। তবে কি রূপেতে বল,
প্রতীকার করিবারে পারি আমি তা'র।

মালবী। নাথ, রাখিবে কি নিবেদন ? শুন মোর
কথা। সাবিত্রী বয়স্থা এবে, দাও পরিণয়
তা'র, যে দুখের শেলে তা'র হৃদি বিদ্ধ
হোক্, পরিণয় আনন্দেতে শান্তি পাবে
মনে, হেন আশা করি।

অশ্বপতি। রাণি, অনুমান ঠিক তব। দিব পরিণয়
ত্বরা দুহিতার আমি। এতদিন মনোযোগ
ছিলনাক ইহাতে আমার, শুনহ কারণ
তা'র,—সাধের সাবিত্রী মম, বড় মায়া
তা'র প্রতি—যে দিন বিবাহ হবে,
বিধির বিধানে ললনার মম, প্রিয়ে,
সেই দিন হ'তে মম অধিকার আর না থাকিবে,
তা'র প্রতি। তাই ভেবেছিনু কুমারী কালেতে

তা'র যত বেশী দিন বিগত হইবে, ততই
মঙ্গল মম।

মালবী। মহারাজ, বিবাহ ত হবে একদিন,
চিরদিন নাহি রবে কুমারীর কালে।
তবে আর কেন, তবে আর কেন মিছে
বয়স-যৌবন দেখিছ কুমারী কালে ?

অশ্বপতী। দিব রাণি, দিব পরিণয় ত্বরা সাবিত্রীর।
পরাণের দুহিতারে দিব রাণি, দিব পর করে
সঁপে অতি ত্বরা। এখনি করিব গিয়া
সচিবের সনে, সুমন্ত্রণা এর প্রিয়ে। যাই,
বেলা হ'ল, প্রজাবৃন্দ মোর লাগি আছে
প্রতীক্ষায়।

(অশ্বপতির প্রস্থান)

(মুরলার প্রবেশ।)

মালবী। এস, বাছা, মুরলা লো, বড় ভালবাসি
তোমা, পরাণ দুহিতা সাবিত্রী হইতে
ভিন্ন ভাব নাহি ভাবি তোমারে সুমতি।
জিজ্ঞাসিব এক কথা ; অপলাপে প্রতারিত
করনাক মোরে।

মুরলা। একি কথা, জননি গো ! সন্তানে কি কভু
অনর্থ-অনৃত-বাণী কহিবারে পারে
জননী সকাশে ? কহ মাতঃ, কিবা কথা তব,
যাহা জানি, সত্য করি বলিব এখনি।

মালবী। মুরলে, সাবিত্রী আমার হয়েছে কেমন যেন।
গগন-মার্গেতে ইন্দু বিরাজ করিলে
কোকনদ শুষ্ক যথা,—সাবিত্রী আমার
শুখাতেছে সেই মত। তুমি সহচরী তার,
থাক তা'র সনে দিবানিশি ; তাতেই সুধাই,
জান কি কারণ এর, কেন হেন ভাব ?

মুরলা। জানি। সুধাইলে ভাল হ'ল আপনা হইতে
আমি তোমার সদনে, কহিব সকল কথা
ভেবেছিনু মনে। গত কয় দিন কেবা
জানে, মাতঃ, কোন দেব বুঝি ছলিলা
অবলা জনে ! ঘোর নিশাযোগে,
স্বপনের বশে দেখেছে সজনী মম
কাহার মূরতি। অনুপম কান্তি তাঁর
মূর্ত্তি মনোহর—হৃদয় যেন বা হরিলা গো
আচম্বিতে সজনীর মম। শুনি সহচরী
কাছে, নাম তাঁর সত্যবান। অপূর্ব্ব স্বপন
মাতঃ ! অপূর্ব্ব স্বপনে সরলা হৃদয়-মাঝে
ব্যথা উপজিল।

মালবী। মুরলে, অবাক হইনু শুনি স্বপনের-কথা !
জানিনাক সত্যবান ধরণী সম্ভূত কি না।
যা হোক্ কহিও সাবিত্রী প্রতি, ধরণীর
মাঝে, সত্যবান নামে কেহ যদি রয়,
তবে তারি সনে সাবিত্রীর দিব' পরিণয়।

যাও তুমি সাবিত্রীর পাশে, কহ
গে বারতা মম।

(মালবীর প্রস্থান।).

(মুরলার গীত।)

পোড়া প্রাণ কেন মিছে পরের পানে চায়,
পরের পানে, কি কারণে বললো তাকায়?
প্রাণে আমি ক'রবো মানা,
কা'র পানে আর চাব না,—
কতবার মনে করি, কে যেন ভুলায়।
প্রাণে প্রাণে মেশামিশি,
কেন এত ভালবাসি,
কেন প্রাণ পরের কাছে সদা ধেয়ে যায়?
পরের লাগি মাতোয়ারা,
সদা প্রাণ বিভোরা ;—
প্রাণের হাসি প্রাণে হেসে, কে যেন হাসায়।

(প্রস্থান।)

[পটক্ষেপন]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বন,—কুটীর।

দ্যুমৎসেন ও শৈব্যা।

দ্যুমৎ। বিধির বিধান কেহ না পারে বুঝিতে।
কালি যা'র করতলে সাম্রাজ্য স্থাপিত,
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে যা'র ধরা কম্পবান,
হয় ত আজিকে সেই কালচক্র বশে
ভ্রমিতেছে পথে পথে ভিখারীর বেশে
মুষ্টিমেয় অন্ন লাগি। কালি যা'র
আদেশেতে বাধ্য প্রজাকুল, হয় ত
আজিকে সেই আকুল অন্তরে,
প্রজামত পালিতেছে রাজার আদেশ,
কায়মন-বাক্য করি। কালি যে শিবিকা
ভিন্ন পথ পর্য্যটন করিতে নারিত কভু,
কাল-বিপর্য্যয়ে হয় ত আজিকে সেই,
শিবিকা বাহকরূপে আছে নিয়োজিত।
শতেক দৃষ্টান্ত প্রিয়ে, দিতে পারি এর—
মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, সূর্য্যকুল-জাত তিনি,
বিদিত জগত মাঝে, শুনেছ কি তাঁর
কথা?—নিয়তি লাগিয়ে, রাজ্যহারা
হ'য়ে, করিলা বিক্রয় তিনি ধর্ম্ম-পত্নী
কোন ব্রাহ্মণের কাছে—বারাণসী ধামে;

নিজে, ভৃত্যরূপে নিয়োজিলা নীচাশয়
শব-দাহী জন কাছে। কহ প্রিয়ে, কহ,
তাঁর চেয়ে কিসে বা অসুখী মোরা ?

শৈব্যা। মানি, নাথ, সব কথা কিন্তু তব দুখ
দেখে, মম দুখ উপজয়।

দ্যুমৎ। দুঃখ, প্রিয়ে, কর্ম্ম-ফলে, কর্ম্ম-ফলে ভাগ্য-
ফল, ভাগ্য-ফলে সুখ দুঃখ ভুঞ্জে জীব-
চয়,—তা'র লাগি মিছামিছি অনুতাপ
কেন? গত জন্মে করেছিনু যা কিছু
সুকর্ম্ম, তারি ফলে প্রথমতঃ রাজ্য
উপভোগ করেছি মনের সুখে
শাল্বদেশ-মাঝে। কুকর্ম্মও ছিল ভালে,
বুঝি পূর্ব্বজন্মে, কত শত তাপিত
আতুর বৃদ্ধে, দিয়াছিনু কত মর্ম্মভেদী
হৃদয়ের ব্যথা—ভবিষ্যৎ শুভাশুভ
জ্ঞান-হারা হ'য়ে। তা'রি ফলে, স্থবির
বয়সে আজি,—হারাইনু নেত্ররত্ন;
অমনি সুযোগ পেয়ে, বিক্রমে আক্রমি
পুরী অপর নৃপতি পশিলা নিঃশঙ্কে
মম রাজপুরী মাঝে। পলায়ে আসিনু
তাই, এ ঘোর কাননে—রক্ষা হেতু প্রাণ
শুধু। করমের ফল প্রিয়ে, কর্ম্ম-ফলে
আজি মম এ হেন দুর্দ্দশা! তার লাগি
অনর্থক দুঃখ কেন মনে ?

শৈব্যা। ভাল, নাথ, মোরা যেন কর্ম্ম-ফলে
পেতেছি দারুণ দুঃখ। কিন্তু বল দেখি,
প্রাণাধিক পুত্র মম—শান্ত সত্যবান
করিয়াছে কিবা দোষ বিধাতার পায় ?
সুন্দর সরল মূর্ত্তি—আহা মরে যাই,
তার দুখ মনে হ'লে—হৃদি ফেটে যায় ;
বাছা মোর অনাদরে, মরি, দিবানিশি
ভ্রমিতেছে কানন মাঝারে—আমাদের
তরে শুধু। কি খাব—কি খেয়ে বাঁচিব
মোরা, তারি তরে বাছা মোর ভ্রমে শুধু
শুধু।

দ্যুমৎ। প্রিয়ে, সেও কর্ম্ম-ফলে জেন। কর্ম্মফল
বিনা নাহি হয় কোন কার্য্য অবনী
ভিতরে। কারণ অভাবে নাহি ব্যাধি
উপজয় মানব শরীরে জেন। পূর্ব্ব
জন্মে সত্যবান নিশ্চয় অধর্ম্ম-পথে
ছিল নিয়োজিত, তারি ফলে এত তাপ
উহার হৃদয়ে।—অথবা বিষতরু
রহে যদি কুসুম কাননে, না বিতরে
ফুল আর অন্যতরু, তা'র বিষ-গন্ধে।
তেমতি মোদের হেন অদৃষ্টের ফলে
মম পুত্র সত্যবান—সেও পায় দুখ।

শৈব্যা। নাথ, বড় দুখ উপজয় হেরি সত্যবানে।
এ বয়সে তা'রে হায়, রাখিতে আদরে

সাধ হয় কত মনে! রাজভোগ উপভোগে,
রাজ-পরিচ্ছদে বাছারে আমার রাখিতে
নিয়ত বাঞ্ছা, এ পোড়া মানসে।

দ্যুমৎ। রাণি, ভেবনাক আর, মিছামিছি
দিবস রজনী কুপ্রসঙ্গ এক মনে।
কেবা কার, কেবা আমি, কা'র জন্য ভেবে
বল করি দেহ ক্ষয়—অজ্ঞান তন্দ্রার
বশে। এই তুমি, এই আমি, এই দুই
জনে কহিতেছি কত কথা প্রাণের
আবেগে,—তুমি জান তোমারই যেনবা
আমি,—তোমা ছাড়া হ'বনা—হ'বনা কভু।
কিন্তু ভাব দেখি, একবার পৃথিবীর
চিন্তা রাশি বারেক ভুলিয়ে, বিধির
বিধানে যবে, হৃদয় পিঁজিরা হ'তে
পরাণের প্রিয় পাখী ছেড়ে যাবে অন্য
দেশে, অলক্ষে উড়িয়া, তখন ভাবনা
কোথা থাকিবে লো প্রিয়ে? যাঁহার কারণে,
যাঁহার আদেশে ভুঞ্জিয়াছি সুখরাজি
রাজ্যেশ্বর হ'য়ে এক দিন, তাঁহারই
নিয়মে আজি মোরা বনবাসী—সামান্য
জনের মত। তাঁ'র অভিপ্রেত কার্য্যে
দিবে বাধা—চিন্তা করি, হেন জন কেহ
নাই জেন লো সংসারে। তবে কেন
মিছামিছি, মানস-গগনে দুখ-ঘন

পাবে স্থান ? ভুল, ভুল অনর্থক চিন্তা।
ভাব—ভাব তাঁরে একমনে, তিনি সার
শুধু। থাক্, হয়েছে অনেক বেলা, থাক্
এবে ও প্রসঙ্গ, চল যাই নদী-তীরে,
স্নান, পূজা কোন কার্য্য হয়নি এখনো।

(উভয়ের প্রস্থান।)

(সুরমার প্রবেশ।)

সুরমা। কই, কেহ ত নাহিক হেথা। কোথায়
গেলেন রাণী, রাজাই বা কোথা ?
সত্যবান গেছে বুঝি কাষ্ঠ আহরণে।
আহা, হৃদয় বিদীর্ণ হয় দেখিলে
এঁদের দুঃখ। মহারাজ চক্রবর্ত্তী,
রাজা দ্যুমৎসেন বিখ্যাত জগতিতলে।
কত গুণের অধীশ্বর আছিলা ভূপতি
ইয়ত্তা নাহিক তা'র। হায়! বিধির
বিপাকে, এবে তাঁ'র কিবা দশা!
বিধাতঃ, জানিনাক কি কারণে,
কোন্ কার্য্য হেতু করেছ এমন দশা
এমন জনের ? যাই, বুঝি গিয়াছেন
স্নানহেতু নদী-তীরে, যাই তথা ;
এসেছিনু পুণ্যময় রাজা-রাণী দরশন তরে।

(সুরমার প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বন—বাপীকুল।)

সত্যবান।

সত্য। বৃথা এ জীবন মম, বৃথা এজীবনে
করিতে নারিনু কার্য্য অবনী মাঝারে!
কেবল ভাবনা-স্রোতে, অকূল পাথারে
দিতেছি সাঁতার যেন নিরবধি, নাহি
কূল, নাহিক গন্তব্য-পথ, উত্তাল তরঙ্গ-
মালা স্বেচ্ছাক্রমে মোরে টানিছে যথায়,
তথায় যেতেছি যেন। ভয়ে ত্রস্ত প্রায়,
হেরি আশাতৃণে মরিচীকামত ধরিতে
যেতেছি তারে, অমনি সে তৃণ ডুবিছে
অতল জলে ভয়েতে আমার!

(কেশবের প্রবেশ।)

কেশব। সখে, সত্যবান, এহেন সময়ে, বসি
বাপীকূলে ভাবিতেছ কিবা বল।
সুন্দর বদন প্রান্তে চিন্তার কালিমা
কেন বা উদিত তব! বল বন্ধুবর,
অকপটে মন কথা বন্ধুর সদনে।

সত্য। সখে, যাতনায় প্রাণ যায়! অসীম
ভাবনা মম,—মিছে দেহ, মিছে জন্ম,
মিছে অবস্থিতি মম,—মিছে আমি লোক

বলি', লোকে পরিচিত। নির্জীব পরাণে
কোন কার্য্য নাহি হয় জানি বটে সার,
কিন্তু বল দেখি, জীবন্ত হৃদয়ে, অভাগা
মতন আর কেবা আছে এই ভূলোকের
মাঝে! ছি! ছি! দিন গেল দিনে দিনে, কত
কাল গেল, এখনও অভীষ্ট সিদ্ধি
নারিনু করিতে।

কেশ। সখে, কেন, ভাব মিছামিছি অতীতের
কথা? যা'হবার হ'য়ে গেছে, যা' যাবার
চলে গেছে, তা'বলে দুঃখিত কেন হইব
এখন? ভাবনা,—ভাবনার মত আর
শত্রু কেহ নাই,—ভাবনা বিষম শত্রু;
অন্য শত্রু একা আসে, একা যায়, ভাবনার ফলে,
ভাবনা সহিতে মূর্ত্তিমান ভয়, নিরাশার
ছায়া দহে একেবারে মন প্রাণ; নিস্তার তখন
থাকেনা,—থাকেনা আর!

সত্য। সখে, পুরুষ পরাণে, কেন চিন্তা হেন
বলিবারে যেন পারিনা;
কত কথা ভাবি, কোথা ভেসে যাই,
মন যেন মনে থাকেনা।
কত আশা করি, কত সুখ চাই,
সুখ লেশ যেন দেখিনা,
দুখের সলিলে সতত সাঁতারি,
কূল পেতে যেন পারিনা।

কি পাপেতে হায় হেন তাপ পাই,
কে জানে কেন বা বুঝিনা;
শূন্য-হৃদি মম চৌদিকে নিরাশা,
আশা আর মম পূরিল না।

কেশ। মন আশা পুরিলনা ব'লনা এমন
বাণী প্রিয় সখে, কি আছে কাহার ভালে
নাহিক নির্ণয় তার। পথের ভিখারী
যেই, বিধিকৃপা-বশে রাজাসনে এক
দিন সমারূঢ় সেও হ'তে পারে। কর
যত্ন, কর চেষ্টা, কর আয়োজন, দাঢ্য
কর সঙ্কল্পেতে, বিকল্প ভাবনা—
বিসর্জ্জন সলিলেতে করি নিমজ্জিত।
হ'বে,—হ'বে পুনঃরাজা তুমি শাল্বদেশ
মাঝে।

(চারিজন ঋষি বালকের প্রবেশ।)

১ম বালক। (সত্যবানের হাত ধরিয়া) রাজপুত্র, আর লুকালে চল্‌বে কেন? তুমি যে রাজার ছেলে, তা' আজ আমরা মায়ের কাছে শুনেছি। হ্যাঁ রাজপুত্র, সত্যি কথা রাজপুত্র, তুমি রাজার ছেলে।

২য় বা। রাজপুত্র, তোমার দিব্য-কান্তি, তোমার কপালে ঐ রাজ টীকা জ্বল্‌ছে। তুমি আর আমাদের লুকাইওনা, তুমি রোজ রোজ মিছে ক'রে বল, যে তুমি রাজার ছেলে নও।—

সত্য। (জনান্তিকে)
কি বিপদ! বনেও মনের মাঝে নাহি দেখি
সুখ। জ্বালাতন,—জ্বালাতন পূর্ব্বকথা
স্মরণে মানসে।

কেশ। সখে,—স্থির হও, হয়োনা আকুল অত,
মনে বল কর; মনে যার সুখ,
কি অসুখ আছে তা'র। মনের সুখেতে
সামান্ত ভিখারীজনও সম্রাট আসনে
আসীন হইতে পারে। সুখহীন প্রাণে
ভূপতিরও হীন প্রাণ ভিখারীর চেয়ে।

৩য় বা। হ্যাঁ, তাই ত রাজপুত্র, তুমি কেন অসুখী হ'তে যা'বে? তুমি আমাদের রাজা, আর তোমার বন্ধু, আমাদের কেশব দাদা—ইনি তোমার মন্ত্রী।

কেশ। (হাসিয়া) আর তোমরা রাজপুত্রের প্রজা, কেমন?

৪র্থ বা। না, কেশব দাদা ঠাট্টা ক'রনা; সত্যিকথা, আমরা আজ সব শুনেছি। আমরা আজ আর ছাড়বনা,—আমরা আজ ওঁকে রাজা ক'রে, তোমাকে মন্ত্রী করবো। তোমার মন্ত্রণায় রাজ্য বেশ সুশাসনে চল্‌বে।

সত্য। (হাসিয়া) পাগল ছেলে, রাজার ছেলের কি এই রকম বেশ হয়? এম্‌নি কাপড়, এম্‌নি পোষাক, এম্‌নি বনে বনে কাঠ ভেঙ্গে বেড়ান, রাজার ছেলেরা কি ক'রে থাকে?

১ম বা। না, রাজপুত্র, তোমার অদৃষ্ট এখন মন্দ হয়েছে। তোমাদের রাজ্য এখন আর এক রাজায় দখল করেছে। তাতেই তুমি এখন এমনি ভাবে থাক। হাঁ রাজপুত্র, তা হবে না, তুমিই আমাদের রাজা, আমরা এই বনের মাঝে তোমাকে রাজা করবো।

সত্য। আচ্ছা, আমি রাজা হ'লে, তোমাদের কি উপকার হবে? আমি রাজা হ'লে আমারই আনন্দ হ'তে পারে, কিন্তু তোমাদের তা'তে ত কিছু সুখ দেখিনা।

৩য় বা। অমন কথা ব'লনা রাজপুত্র, তুমি রাজা হ'লে আমাদের অনেক সুখ হ'বে। আমরা বনে বাস করি, বনে কত ভয়' আছে জান? সিংহ, ব্যাঘ্র—দুরন্ত হিংস্রব জন্তু যদিও আমাদের আক্রমণ কর্‌তে পারে না, কিন্তু দৈত্য দানবের ভয়ে আমাদিগকে অনেক সময়েই উৎপীড়িত হইতে হয়, তুমি রাজা হ'লে আর আমাদের সে উৎপাৎ থাক্‌বেনা, আমরা তখন মনের সুখে বাস কর্‌তে পারবো।

কেশ। আর যদি উনি রাজা হ'য়েও তোমাদের দুঃখ দূর কর্‌তে যত্ন না করেন, তা'হ'লে তোমাদের কি সুখ হবে?

৪র্থ বা। হাঁ তাইত,—অমন কথা ব'ল না কেশব দাদা। যে' রাজা প্রজাদিগকে শত্রুর হাত হ'তে উদ্ধার না করেন, তাঁকে সকলেই ধিক্কার দিয়া থাকে,—তাঁর চেয়ে পাপী আর কেউ হ'তে পারে না।

সত্য। (হাসিয়া) আর যদি আমি ও সব জেনেও ধিক্কার সহ্য কর্‌বার ভয় না ক'রে, পাপের বোঝা ঘাড়ে লই, তাহ'লে তোমাদের কি হবে?

৩য় বা। (হাসিয়া) না, রাজপুত্র, তুমি তা ত করবেনা, তুমি বড় দয়ালু, তোমার বড় ধর্ম্মে মতি—অমরা তোমাকে বিলক্ষণরূপে জেনেছি।

সত্য। (হাসিয়া) ভাল, তোমরা এত কথা শিখ্‌লে কোথা থেকে?

২য় বা। কেন, আমাদের মা আমাদের সব কথা বলেছেন। আমাদের মা বলেছেন,—রাজপুত্রকে পেয়ে আমাদের বন যেন হাঁসছে। তুমি আমাদের একটা গান শুন্‌বে? (অপর বালকদিগের প্রতি চাহিয়া) এস, ভাই, সবাই মিলে আমরা সেই গানটা গাই এস।

(গীত)

১ম বা। রাজ আদরে, রাজায় পেয়ে হাস্‌ছে বনরাজি।

২য় বা। সোহাগের ফুল হাস্‌ছে দেখ সোহাগ ভরে আজি।

৩য় বা। পিউ পিউ পাপিয়া হাসে,

৪র্থ বা। কোকিল-কুল কুহু কুহু ভাষে,

সকলে। গুণ্ গুণ্ ভ্রমরা হাসে, হাসে ধরা আজি।

১ম বা। চল, রাজপুত্র, আর এখানে থেকে কায নাই, অনেক বেলা হয়েছে, চল এখন কুটীরে যাই।

(সত্যবানের হাত ধরিয়া বালকগণের ঐ গীত পুনরায় গাইতে গাইতে প্রস্থান ও কেশবের পশ্চাদানুসরণ করণ।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বন।)

(সাবিত্রী ও মুরলার প্রবেশ।)

মুর। এস ভাই, ফুল তুলি, গাঁথি মালা বিনি-
সুতে। তোমার সজনি, চাঁচর চিকুর-
দাম, সুঠাম-কবরী সুসাজে সাজিবে
আজি মালার মিশ্রণে।

সাবি। কি ফুলে গাঁথিবে মালা পরাণ সজনি?
গাঁথিবার মত ফুল নাই ত বিপিনে!
আছে বটে, হেথা,—নানা ফুলতরু, যাতি
যুঁথি, বেলা, মল্লিকা, মালতী, কিন্তু এক
বিনে যেন সখি, বিফল সকলই।
বিফলের ফুলমালা গেঁথে কিবা হ'বে?

মুর। বিফলের ফুল? সুফলের ফুল, সখি,
সবাই ত লয়। সুফলের ফুলে মধু
আছে,—সুতায় তাহার, জানে ত সকল
লোকে। বিফলের ফুল রূপহীন, মধু
হীন, কিন্তু বহুগুণ ধরে জেন, তুলনা
তাহার নাহিক ধরার মাঝে।

সাবি। চল, তুলি তবে বিফলের ফুল।
আমি তুলি, তুমি লও, তার পর গাঁথ।

[সাবিত্রীর ফুল চয়ন ও মুরলার গাঁথন।]

(কুঠার হস্তে বৃক্ষান্তরালে সত্যবানের প্রবেশ।)

সত্য।　ধন্য বিধাতার ইচ্ছা! কখন্ কাহাকে
রাখেন কিরূপে নির্ণয় নাহিক তার।
আমি শাল্বদেশ অধিপতি—মহাতেজোপুঞ্জ
দ্যুমৎসেন-রাজপুত্র। সুসময়ে মোর,
পরিচারকবৃন্দ কত সেবিত আমারে—
কুসুম মধুপে যথা তোষে মধুকালে।
এবে মোর অসময়, পিতা মোর অন্ধ,
সুযোগ-সময়ে অরি করেছে হরণ—
বিশাল রাজত্ব মোর। জনক জননী
উভয়ে লইয়া আমি এসেছি কাননে;
নিশি দিন পরিশ্রমে করি তনুপাত।
আপনার দুখ, জনকের দুখ, জননীর
দুখ, হায়! ফেটে যায় পোড়া প্রাণ,
কেহ নাহি দেখে।

সাবি।　সখি, দেখ দেখ, দেখ চেয়ে কে ওই পুরুষ!
কুঠার হাতেতে ওই বৃক্ষ-অন্তরালে।

সুর।　(হাসিয়া) এতদিনে স্বপ্ন বুঝি ফলে সহচরি।

সাবি।　সখি, দেখিছ কি, কেমন গঠন ওঁর!
কিবা ভ্রূ, কি ললাট, কি উন্নত নাসা!
কিবা চক্ষু—নীলিমায় [illegible] কোথায়
উহার কাছে? দেব-কান্তি শ্রী সখি!
নন্ উনি মানুষ এ ধরার নর।

মুর। বোধ হয় শাপভ্রষ্ট দেবতা ধরায়।

সাবি। 'বোধ হয়' কেন সখি, নিশ্চয় দেবতা উনি।
হয়, শাপের লাগি অবতীর্ণ ধরা-মাঝে,
নয়,—জেন, বন-মাঝে বন-দেব উদেছেন সখি !

সত্য। (সাবিত্রী ও মুরলাকে অন্তরাল হইতে দেখিয়া)
ওঃ কি ও—
বন-লতিকার কাছে স্বর্ণ লতিকা
সদৃশ কে দু'টি রমণী ওই ! নিবিড
কানন ; কানন-নিবাসী তাপসী ব্যতীত
কেহ ত রহেনা হেথা। পরিচ্ছদ পারিপাট্য
নেহারি এদের সামান্ত তাপসবালা
জ্ঞান নাহি হয়। কে এরা, এল কোথা হ'তে ?
যামিনী শোভিত যথা সুচাঁদ উদিলে,
এদের উদয়ে তথা শোভে বনরাজি।

সাবি। সখি, যাও, যাও, কে উনি কোথায় বাস,
কেন এইখানে, লও গিয়া পরিচয়।

মুর। কি কায তোমার সখি, ওঁর পরিচয়ে ?

সাবি। যাও, সখি, যাও ত্বরা, বিলম্ব ক'রনা
তুমি, আন পরিচয়।

মুর। (হাসিয়া) কি সুধাব ওঁর কাছে ?

সাবি। সখি, রাখ এবে পরিহাস।
পরিচয় জানিবারে হয়েছি আকুল।

সত্য। কিছু না বুঝিতে পারি—কোথা হ'তে এল
এরা। মোর মুখ দেখি, হেথা কিম্বা বনদেবী

উঠেছেন মোর দুখ নিবারণ তরে?
যাই, কাছে গিয়া দেখি, সত্য মিথ্যা
করিগে নির্ণয়।

(সাবিত্রীর নিকট সত্যবানের আগমন।)

সত্য। (মুরলার প্রতি)
কে তোমরা দু'টি বালা, এ বিজন বনে
রয়েছ সহায়হীনা? হেন অনুভব,
কোন সম্ভ্রান্তের বালা পড়িয়া বিপদে,
কিম্বা পথ ভুলি, অসহায়ে রহিয়াছ
এই বনমাঝে। যদি তাই হয়, কহ মোরে;
শাল্বদেশ-অধিপতি দ্যুমৎসেন-পুত্র
যুবরাজ সত্যবান এখনি আসিবে
রাখি নিজ নিকেতনে। আশঙ্কা নাহিক
কিছু। কে তোমরা বনমাঝে, যদি
বাধা নাহি থাকে, দাও পরিচয় মোরে,
সাধ্যমত উপকার করিব নিশ্চয়।

মুর। কথায় বাধিত মোরা হ'নু মহাশয়।
পড়িনি বিপদে, কিম্বা পথহারা হ'য়ে
নাহি আছি হেথা মোরা। এই যে আমার
সখী—দেখিছেন এই, এঁর প্রিয়পাখী
হারায়ে গিয়াছে কোথা অলক্ষ্য ভাবেতে,
তাই মোরা খুঁজিতেছি উভয়ে মিলিয়া।
কত দেশ খুঁজিলাম, কত দেশ গেনু,

নেহারিনু কত পাখী,—কহিনু সখীরে—
"চিনে লও প্রিয় সখি, প্রিয় বিহঙ্গমে।"
কিন্তু কোনখানে সখী মোর, না পেল খুঁজিয়া ;
শেষে মহাশয়, এসেছি বনেতে, কত খুঁজে খুঁজে
চিনেছে আমার সখী তা'র প্রিয়ধন।

সত্য। ধরিতে পেরেছ তা'রে ?

মুর। না,—তা'রে ধরি, হেন সাধ্য নাই আমাদের।

সত্য। পাতিলে ছাঁদের ফাঁদ পড়িবে বিহগ,
পড়য়ে চুম্বকে যথা লৌহ আকর্ষিয়া ;
পাত না সে ফাঁদ তবে।

মুর। মহাশয়, অবলার জন্ম হয় অনেক
পাপেতে ! মোর সখী নারীজাতি, তাহে,
রাজকুল-বালা (পিতা মদ্রদেশেশ্বর)
বামন হইয়া যথা হাতে চাঁদ চাওয়া—
ধরিতে বিহগে ফাঁদ কেমনে পাতিবে
তথা রাজকুল-বালা !

সত্য। নাহি কি উপায় তবে ?

মুর। আছে, কিন্তু বহুল আয়াস-সাধ্য। হীন-
মতি নারীজাতি—আমাদের সাধ্য নাই,
তবে যদি অবলার উপকার তরে
আপনি ধরিয়া দেন সেই বিহঙ্গমে,
তবে মোর সখী বাধিত হইয়া কাছে
থাকে চিরকাল। মহাশয় রাজপুত্র,
তা'হে প্রতিশ্রুত—করিবেন সাধ্যমত

মোদের সাহায্য। তা'ই কই, নিজগুণে
আপনি ধরিয়া দেন সেই বিহঙ্গমে—
যে বিহগ তরে ভ্রমণ করিছি মোরা
বহুকাল হ'তে।

সত্য। (হাসিয়া)
তব সখী তরে হেন কিছু নাই, যাহা
নারিব করিতে আমি। বিহগে ধরিব
এ'ত বেশী কথা নয়,—যদি মম প্রাণ পেলে
তাঁর কোন হয় উপকার, তাও দিতে কভু
আমি হ'ব না বিরত।
(সাবিত্রীর প্রতি)
কহ বিধুমুখি, কহ অকপটে কোথা
বা বিহগ তব?—এখনি ধরিয়া প্রদান
করিবে দাস তোমার করেতে।

সাবি। (সলজ্জভাবে স্বগতঃ)
কেন লাজ? যাঁর তরে প্রাণ কাঁদে, তাঁর
কাছে কেন লাজ? লজ্জা, দূর হও,—দূর
হও,—তোমারে চাহিনা এবে, এস তুমি
সময়ান্তে। যাঁর আমি তাঁর সাথে কথা
ক'ব, তুমি তাহে কেন বাধা দিতেছ এখন।

সত্য। (সাবিত্রীর প্রতি)
বিধুমুখি, কেন মৌনীভাব? কোথায়
বিহগ তব?

সাবি। (নতমুখে) আপনার কাছে প্রভো।

সত্য। (হাসিয়া) মোর কাছে! মোর কাছে তব পাখী,
লও ধরি তবে।

সাবি। (ফুলের মালা হস্তে লইয়া)
দিন অনুমতি, পরাব পাখীর গলে
কুসুমের মালা।

সত্য। (হাসিয়া) যাহা বাঞ্ছা বিধুমুখি, পার লো
করিতে, নাহি প্রয়োজন অনুমতি অপেক্ষার।

(সাবিত্রী কর্ত্তৃক সত্যবানের গলায় মালা প্রদান ও সাবিত্রীর হস্ত হইতে অপর একগাছা মালা লইয়া সত্যবান কর্ত্তৃক সাবিত্রীর গলায় প্রদান।)

(মুরলার গীত।)

প্রেমের জনম কোথা, কে জানে লো সজনি,
প্রেমিক যে জন প্রেমের হাটে প্রেম চেনে সে আপনি।
প্রেমিক প্রেমিকা সনে
প্রেমের আলাপ নিরজনে—
প্রেমের চ'খে চ'খ-চখি—প্রেমে ভরা হৃদয় খানি।

(পটক্ষেপণ)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(রাজ প্রাসাদ।)

(রাজা অশ্বপতি ও নারদ আসীন।)

অশ্ব। হে দেবর্ষি, ত্রিভুবন সমাচার তোমার
বিদিত ; জান তুমি, দেব, নর, যক্ষ, রক্ষ
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর—কে কেমন ভাবে আছে
ভুবন মাঝেতে। দোষ, গুণ, খ্যাতি, যশ
কেবা কত ধরে, তাও অবগত তুমি,—
তাই নিবেদন, কহ প্রভো, শাম্বদেশ
অধিপতি দ্যুমৎসেন-পুত্র-সত্যবান-
পরিচয় আমার সদনে।

নার। কেন মহারাজ, তাঁর পরিচয় জানিবারে
হয়েছ ব্যাকুল ?

অশ্ব। সাবিত্রী যুবতী এবে ; কিন্তু মহাভাগ,
পরিণয় নাহি তা'র হ'ল এতদিনে।
দ্বিজাতিগণের মুখে আর ধর্ম্মশাস্ত্রে
শুনিয়াছি, হে দেবর্ষি,—যেই পিতা সময়েতে
দুহিতা-রতনে নাহি করে সম্প্রদান,
ঋতুকালে যে পুরুষ অসঙ্গেতে রয়,

কিম্বা, যেই ভর্ত্তৃ-হীনা-জননীরে না করে পালন,
নিন্দার ভাজন সেই। তাই প্রভো, ললনা
আমার—সাবিত্রী-রতনে, গুণবান
সত্যবান করে দিব করিয়াছি স্থির।

নার। মহারাজ, জানি তাঁর পরিচয়; তেজোপুঞ্জ
যুবা সেই,—যথা দিনমণি দিন
আগমনে, প্রখর কিরণ মালা প্রকাশি
পৃথিবী করয়ে অস্থির, তেমতি তাঁহার
তেজ অরিদলোপরি। বুদ্ধিতে গুরুর তুল্য;
মহেন্দ্রের মত শৌর্য্য; পৃথিবীর তুল্য
ক্ষমা আছয়ে তাঁহার। দানেতে স্বনাম-
খ্যাত,—সংকৃতি-নন্দন রন্তিদেব ভিন্ন
কেহ নহে তাঁর কাছে দানে উপমেয়।
ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী,—যযাতির মত
মহান্ অনুভব তাঁর। রূপবান,—অশ্বিনী-
কুমার মত দীপ্তবর্ণ-ভাতি। চন্দ্রের মতন
প্রিয়-দর্শন সে যুবা। দান্ত, মৃদু, শূর,
সভ্য—বহু গুণ তাঁর। কিন্তু এক দোষ
আছে; সেই দোষে সবগুণ বিফল তাঁহার।
সাবিত্রী অতীব পাপী, নতুবা তাঁর সাথে
সম্বন্ধ-বন্ধন কেন করিবেন বিধি!

অশ্ব। কহিলে, আপনি তাঁরে সর্ব্বগুণান্বিত,
তবে তাঁর কিবা দোষ?

নার। এক দোষ মহারাজ, এক দোষে বহু দোষ।

শুন তবে, আজি হ'তে হ'বে যবে
বৎসর পূরণ, সেই দিন হ'বে জেন
তাঁহার মরণ—ক্রমে ক্ষীণ আয়ু হ'য়ে।
মহারাজ, আর মোর অবকাশ নাই,
গোলকে যাইতে হ'বে বিষ্ণু দরশনে,
অতএব যাই এবে। সত্যবান সাথে
দিবে কিনা পরিণয় করহ চিন্তন।

অশ্ব। দেব, প্রণমি তোমার পায়।

নার। আশীর্ব্বাদ করি, তব হউক মঙ্গল।

(নারদের প্রস্থান।)

অশ্ব। কিবা করি এবে। দুহিতারে সত্যবানে
কেমনে প্রদানি? সে যে ক্ষীণ-আয়ু হ'য়ে
মরিবে বৎসর পরে—কহিলা নারদ।
দেবর্ষি নারদের বাক্য কভু মিথ্যা ত
হ'বে না; মরিবে—মরিবে, বৎসর পরে,
সত্যবান মরিবে নিশ্চয়, হইবে বিধবা
মম পরাণ-দুহিতা। এ সব জানিয়া
আমি কেমনে প্রদানি দুহিতারে
তা'র করে? পারিব না, পারিব না—
দুহিতারে সত্যবানে দিতে।

(মালবীর প্রবেশ।)

মাল। মহারাজ, কর দিনস্থির বিবাহের,
জামতারে দেখি মোরা চরিতার্থ হই।

অশ্ব। রাণি, দিবনাক সত্যবান-সাথে
পরিণয়, শুনিলাম এই মাত্র,
কহিলা নারদ—কুলগুরু, মোর কাছে,
সত্যবান রূপবান গুণবান বটে,
কিন্তু আছে তাঁর এক দোষ, সেই দোষ
তরে সকলই বিফল তাঁর শুন রাণি;
কহিলা নারদ,—আজি হ'তে হ'বে যবে
বৎসর পূরণ, সেইকালে সত্যবান
ছাড়িবে ধরণী। তবে বল রাণি,
কেমনে জানিয়া তা'রে করি সম্প্রদান?
তা'র সাথে পরিণয় হ'বে না জানিও;
যাও তুমি, যাও সাবিত্রীরে কহ এ বারতা।
(একদিক দিয়া মালবী ও অন্য দিক দিয়া অশ্বপতির প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজকক্ষ।

(সাবিত্রী আসীনা।)

(গীত।)

সাবি। প্রাণে প্রাণ নাইক আমার, প্রাণ বুঝি হারিয়ে গেছে।
মনে মন মন-হারা মলিন মত হ'য়ে আছে।
কোথায় ছিনু, কোথায় গেনু,
কোথা বা প্রাণ হারাইনু

যে নিল প্রাণ চুরি করি, সে মোরে প্রাণ কই দিয়েছে,
আবেশে অবশ হ'য়ে প্রাণহারা প্রাণ হ'য়ে আছে।

(ঐ সুর বজায় রাখিয়া মুরলার গাইতে গাইতে প্রবেশ।)

মুর। তোমার প্রাণ তোমার কাছে কিসেব তরে
হারিয়ে যা'বে ?

সাবি। অযতনে রেখেছিনু, জানিনা কেউ কেড়ে নেবে!

মুর। অবলার প্রাণ একটু খানি,

সাবি। বড জ্বালা লো সজনি!

মুর। একটু হাসি একটু চাওয়া প্রাণ বল কিসে র'বে ?

সাবি। জানিনা বারেক দেখায় পোড়া প্রাণ এমন হ'বে!

(উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দরদালান।

(মালবীর প্রবেশ।)

মাল। শুনিবে না মম বাণী অবোধ বালিকা,
বুঝালাম কত তা'রে, মম ভাগ্যদোষে
তুলিল না সেই কথা শ্রবণ-বিবরে।
করিল প্রতিজ্ঞা,—সত্যবান বাঁচুক
মরুক, সেই পতি সেই গতি, বরিবে
তাহারে। যাই, পুনরায় কহি গিয়া, দেখি
বুঝে কি না।

(মালবীর গমনোদ্যোগ ও সাবিত্রীর প্রবেশ।)

মাল। এস বাছা, যাইতে ছিলাম আমি
তোমারই সন্ধানে।

সাবি। কেন মাতঃ, কিবা প্রয়োজন মোরে?

মাল। শুন বাছা, পুনরায় কহি তোমা প্রতি
রাখহ মোদের কথা। সত্যবান গুণবান
হো'ন, বরণ করিতে তুমি পা'বে না তাহারে,
বৎসর পরেতে মরিবে যে জন, জানিয়া
শুনিয়া তাঁরে কেমনে বরিবে? অহীরে
নেহারি কেবা হাত দেয় বল, তাহার
গহ্বরে? হও ক্ষান্ত বাছাধন, ভুল
সত্যবানে। দিব অন্য যুবা সাথে
তব পরিণয়।

সাবি। মাতঃ, অন্যায় আদেশ কেন তনয়ার
প্রতি?

মাল। এখনও বালিকা তুমি। ন্যায়-অন্যায়
কারে বলে, জানি তোমা চেয়ে মোরা বেশী।
তোমার জননী আমি, তোমার মঙ্গল
কামনা মম দিবস রজনী। সত্যবান-সাথে
তব হ'লে পরিণয়, মঙ্গল নাহিক জেন।
তাই তোমা কই, ভুল তাঁরে, ভুলে
যাও যাদুমণি, সত্যবান মুখ যাহা
তব হৃদয়েতে আছয়ে অঙ্কিত।

সাবি। মাতঃ, ক্ষমিবেন মোরে। অবোধ বালিকা
আমি, নাহি হিতাহিত বিবেচনা ; কিন্তু
শুনেছি শ্রবণে—পতি সেবা তরে শুধু
নারীর জনম। পতি পায় যে নারীর
আছে সদা মতি, সেই সতী ভুবনেতে।
সতী ভাবে, ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলি হইবে
করিলে পতির সেবা। পতি বিনা রমণীর
গতি যে গো নাই, তুমিই বলিতে মোরে।
তবে কেন, মাতঃ, তনয়ার প্রতি
অসতীর পথে যেতে করিছ আদেশ ?
সত্যবান মোর স্বামী, তাঁর সাথে
লোকাচার-পরিণয় হয়নি যদিও
কিন্তু হৃদয় অন্তরে তাঁরে ভাবিয়াছি
পতি। তবে মাতঃ, কিরূপেতে বল,
করিব বিবাহ আমি অপর জনেরে ?
সত্যবান মম পতি, সত্যবান মম
গতি ; সত্যবান স্থিতি হ'লে মম স্থিতি
জানিবে ধরায়।

(অশ্বপতির প্রবেশ।)

অশ্ব। (সাবিত্রীর প্রতি)
মাতঃ, হউক মঙ্গল তব, আশীর্ব্বাদ করি,
সত্যবানে লয়ে তুমি আয়ুষ্মতী হও।
(মালবীর প্রতি)
রাণি. নাহি কর অনুরোধ.

শুনেছি সকল কথা দুহিতার আমি
বাহিরে থাকিয়া। দিব পরিণয় সত্যবান
সাথে, করহ উদ্যোগ তা'র। আমিও
বাহিরে যাই—মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান
করিবার তরে।

(এক দিক দিয়া মালতী ও অন্য দিক দিয়া অশ্বপতির প্রস্থান।)

(সাবিত্রীর গীত।)

সাধের প্রেমে এত জ্বালা কেন বিধি দিয়েছিলে ?
সুখের পথে কণ্টকেরে কেন বল রেখেছিলে ?
শশীরে গগন-ভালে
হেরিলে মানস ভোলে—
কেন বল তা'র সনে কলঙ্কেরে মিশাইলে ?

[পটক্ষেপণ।]

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পার্ব্বতীয় বন।

(সাবিত্রী ও সত্যবানের প্রবেশ।)

সত্য। না সাবিত্রি! যখনই তোমার দুঃখের কথা আমার মনে হয়, তখনই যেন বুক বিদীর্ণ হ'য়ে যায়। তুমি অবলা রাজবালা, রাজকুল-সুলভ উপাদেয় সামগ্রী ব্যতীত কখন অন্য কিছু ভোগ করনি, এখন অভাগা সত্যবানের হাতে পড়ে, দিনান্তেও দু'চারিটি বন-ফলে উদর পূরণ করতে পাও কিনা সন্দেহ। রাজ অট্টালিকায় সুন্দর সুকোমল শয্যাব্যতীত কখনও শয়ন করনি, আর এখন অম্লানবদনে কতকগুলি তৃণ-পল্লবে শয্যাসন রচনা করিয়া সুখে শয়ন কর্‌ছ। রাজ ভবনে তোমার জন্য কত দাস দাসী নিয়োজিত ছিল, যখন যাহা অভিলাষ হইত, আদেশমাত্র অবিলম্বে তাহারা পূরণ করিত; কিন্তু এখন এ হতভাগ্যের গলায় মালা দিয়া অবধি তুমি সে সমস্ত সুখেই বঞ্চিত হয়েছ। দাস দাসীতে তোমার আদেশ পালন করবে, এত দূরের কথা, এখন তুমিই একরূপ পরিচারিকার কার্য্যে নিযুক্ত। লোকে কন্যা যাহাতে পরমসুখে থাকে এরূপ পাত্রের হাতেই কন্যাকে সম্প্র-দান করে; জানিনা, মহারাজ অশ্বপতি কা'র ছলনায়

কাটাতে, এখন ভাগ্যবশে সামান্য দরিদ্রের ন্যায় বন-চারী হয়েছ! ভগবানের কৃপায় আবার এই দুঃখের পর সুখ হ'বে—তুমি নিজ রাজ্য উদ্ধারে সক্ষম হ'বে তা'র জন্য ভাবনা কি? যত্ন কর, যত্নের অসাধ্য কিছুই নাই। লোকে হাতীর মাথা থেকে মুক্তা বা'র কর্‌তে সক্ষম হয়, সাগর থেকে রত্ন সংগ্রহ কর্‌তে পারগ হয়, আর তুমি নিজ রাজ্য শত্রুর হাত হ'তে উদ্ধার কর্‌তে সক্ষম হ'বে না!

সত্য। প্রিয়তমে, আর আমি অনর্থক ভাবনায় অসুখী হ'ব না। যা'র এমন স্ত্রী, তা'র কিসের অসুখ? সাবিত্রি! হৃদয়েশ্বরী! আজ হ'তে আমার আর কোন অসুখ নাই। আমি আজ হ'তে সুররাজ ইন্দ্র অপেক্ষাও সুখী। চল, দেবরাজ যেমন প্রাণা-ধিকা শচী সঙ্গে নন্দনকাননে পারিজাত আহরণে যান, আমিও তদ্রূপ তোমাকে লইয়া এই বিপিন মাঝে সুফল অন্বেষণে যাই।

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বন—নদী।

(নদীতীরে শৈব্যা ও সুরমা।)

শৈব্যা। ঠিক কথা সুরমা দিদি, এখন আমি বড়ই সুখী। এখন আমার আর শাল্বদেশ মনে নাই, এই বনই এখন আমার শাল্বদেশ ব'লে বোধ হয়।

সুর। রাণি, বনের মত সুখের স্থান আর কোথায় আছে? যদি ভালবাস্‌বার কোন স্থান থাকে তা হ'লে সে বন, যদি প্রাণ জুড়াবার স্থান জগতে থাকে, তা হ'লে সে বন।

শৈব্যা। না, সুরমা দিদি, আমরা পুরনারী; পুরীত্যাগ ক'রে বনের শোভায় প্রথম প্রথম মন ভোলে নাই,—বৃদ্ধ-স্বামী, শিশু পুত্র নিয়ে দরিদ্র দশায় বনে থাকৃতে প্রাণ যেন কেমন ক'রত। অবস্থা তেম্‌নি মন্দ থাক্‌, সত্যবান এখন আমার বয়স্থ ও বীর্য্যবান হ'য়েছে, সোণার চাঁদের মত বউ ঘরে এনেছি, তাতেই এখন আমার এই বনই যেন রাজপুরী ব'লে বোধ হয়।

সুর। রাণি, তুমিত আনন্দিত হ'বেই, তোমার পুত্রবধূর গুণে এই বনবাসী সকলেই আনন্দ সলিলে নিমগ্ন। তপস্বিগণ সকলেই একবাক্যে ব'লে থাকেন তোমার পুত্রবধূর গুণে তোমরা আবার রাজ্যলাভে সমর্থ হ'বে, তোমাদের এ দুঃখ আবার ঘুচবে।

শৈব্যা। সুরমা দিদি, প্রথম যখন রাজ্য ছেড়ে বনে এলাম, তখন তুমি আমায় কত বুঝিয়েছ, মহারাজ কত সান্ত্বনার কথা বলেছেন, কিন্তু কিছুতেই মনে শান্তি লাভ কর্‌তে পারিনি। তখন মনে করেছিলাম, আমাদের সংসারের সুখ বুঝি জন্মের মত অন্তর্হিত হয়েছে।

সুর। রাণি, বিপদে অধৈর্য্য হ'তে নেই। বিপদ বিনা সম্পদের মর্য্যাদা কেহ বুঝতে সমর্থ হয় না। আচ্ছা

রাণি, তোমরা যদি আবার রাজ্যলাভ ক'রতে পার, তখন কি সুরমাকে মনে থাকবে ?

শৈব্যা। সে কি কথা সুরমা দিদি! পৃথিবী ভুলতে পা'রব, তবু তোমার গুণের কথা ভুলতে পা'রবনা। তুমি আমাদের বিপদের সঙ্গিনী। তোমার যত্ন, তোমার ভালবাসা কি ভুলে যাবার কথা দিদি ?

সুর। চল রাণি, সন্ধ্যা হয়ে এল, জল নিয়ে কুটীরে যাই।

(উভয়ের কলসী কক্ষে জল লইয়া উপরে উত্থিত হওন।)

শৈব্যা। আচ্ছা দিদি, তুমি কি মনে কর, আমাদের রাজ্য আবার ফিরবে ?

সুর। নিশ্চয় ফিরবে রাণি। তুমি আবার রাণী হ'বে, দ্যুমৎসেন আবার রাজা হ'বেন, আমরা দেখে কৃতার্থ হ'ব।

শৈব্যা। সুরমা দিদি, এই বনে এখন আমি যত সুখে আছি, তা'তে রাজ্য আর ভাল লাগে না। তুমি কি মনে কর, যদি কখন বিধির ইচ্ছায় আমাদের রাজ্য আবার ফেরে, আবার দ্যুমৎসেন রাজা হ'বেন, আবার শৈব্যা রাণী হ'বে ? তা মনে ক'রনা। যদি কখন রাজলক্ষ্মী প্রসন্না হন, আমরা দু'দিনের জন্য রাজা রাণী হ'ব মাত্র, ত'রপর সত্যবান সাবিত্রীকে রাজা রাণী ক'রে আমরা আবার এই বনে এসে বাস ক'রব।

(উভয়ের প্রস্থান।)

(মুরলার প্রবেশ।

মুর। কিশোর কালের সাথী সাবিত্রী আমার,
বহুদিন দেখি নাই তা'র মুখ খানি।
কত খেলা খেলিয়াছি, কত হাসিয়াছি
হাসি উভয়ে মিলিয়া নিভৃতে মনের
সাধে; পরাণের কত কথা মন প্রাণ
খুলি কহিয়াছি দু'জনেতে। এবে দু'য়ে
দুই স্থানে; প্রাণ মম কাঁদে সদা বিরহে
তাহার,—তাই আসিনু দেখিতে হেথা
তার মুখ খানি। যাই বুঝি আরও কিছু
দূরে হ'বে বা কুটীর—দেখিগে কুটীরে
মম পরাণ সজনী।

(প্রস্থান)।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উপবন।

(সাবিত্রী ও সত্যবান।)

সাবি। সুগন্ধি মল্লিকা বেলা যাতি যুথি চয়ণে,
গাঁথিলাম মালা নাথ, মনমত যতনে,
কিন্তু নাহি ভাল হ'ল থরে থরে নাহি র'ল;
যাতি গুলি মাঝে আছে, শুধু তা'রই কারণে
মধুর রূপের ডালি নাহি যেন মদনে।
না প্রিয়ে,—

সত্য। সুন্দর গেঁথেছ মালা হেন লয় মনে।

সাবি। তবে নাথ, আজি ইহা দিই তব গলে ;
অন্য দিন সাজাইব মনমত ফুলে।

(সত্যবানের গলায় সাবিত্রীর মালা প্রদান।)

সত্য। মনে পড়ে প্রিয়তমে, ঠিক এই রূপেতে,
এই বনে—এইখানে মালা দিলে গলেতে ?

সাবি। পড়ে মনে প্রাণ-নাথ, সে সুখ-কাহিনী—

(নেপথ্যে) কিন্তু দুঃখ কি হয় বিনা তব সঙ্গিনী ?

সাবি। (চমকিত হইয়া)
কে নাথ, সঙ্গিনী মম মুরলার প্রায়
উত্তরিছে মোর প্রতি—ওই শোনা যায় !

(নেপথ্যে) আছে কি তোমার মনে আর মুরলায় ?

সাবি। (ব্যস্ত হইয়া) সখি, সখি—
ক'রনা আকুল আর,

(মুরলার প্রবেশ।)

মুর। (হাসিয়া) আকুল কেন বা হ'বে আমার লাগিয়ে,
আমি কোন্ ছার !

সাবি। কেন সখি, হেন বাণী ?

মুর। পাশে তব গুণ-মণি।

সত্য। আর প্রাণের সঙ্গিণী তব এবে কাছে এসেছে।

মুর। সঙ্গিণী এল, না এল—কিবা এসে-গিয়েছে ?
উভয়েতে কাছে কাছে—
সঙ্গিণীরে মনে আছে ?

সাবি। আছে মনে প্রাণসখি—

সত্য। তোমারি কারণে,
কাছে কাছে থেকে মোরা আজি সুখী জীবনে।

মুর। মনে আছে সেও ভাল,
ভাবিলাম ভুলে গেল
সঙ্গিনী আমার বুঝি নাথেরে লইয়ে;
তা'তেই আসিনু হেথা দেখিতে উভয়ে।

সত্য। রসিকার শিরোমণি তুমিলো মুরলে!

মুর। আর বুঝি তুমি চল শঠতার বলে?

সাবি। না সখি, এমন বাণী উঁহারে বলনা;
সরল পরাণ উনি তাকি তুমি জাননা!

মুর। কেন লাগে তব গায়?

সাবি। উনি যে আমার কায়,

মুর। কায়ারে বলিলে কিছু ছায়া কথা কহে না;

সত্য। কায়া বিনা ছায়া সখি, থাকিতে যে পারেনা।

মুর। মানিলাম হার আমি তোমাদের কাছেতে।

সত্য। কেন সখি, হার মান?

মুর। নহিলে কি থাকে মান,
তোমরা উভয়ে, আমি একাকী-রমণী,
না হেরে জিতিব এযে অসম্ভব-বাণী।

সাবি। না সখি, তোমারি জিঁত।

মুর। না সখি, তোমার উনি অতি ধর্ম্ম-বিদ্!

সত্য। আমি কি তোমার কেহ নহিলো সজনি!

মুর। বাঁধিয়াছে তোমারে যে প্রাণের সঙ্গিনী।

সাবি। তুমি সখি, ভাগ চাও?

মুর। কায কি আমার সখি, ও পড়া-পাখীতে ;
দিতে পারি তোমাধনে—আরও যদি নাও।

সত্য। দাওনা আমারে সখি,

মুর। হও আগে আমাদের মত তুমি কুলবালা বিধুমুখী—

সত্য। নহিলে কি পেতে নাই ?

মুর। তা'না হ'লে কা'র মাথে পড়িয়াছে ছাই !

সত্য। তবে সখি, তব সখী লও ফিরাইয়া—
দিওনা আমারে আর,

মুর। সজনী যে তোমাধনে রেখেছে কিনিয়া,
তুমি তার জীবনের সার।
ফিরান কি সোজা কথা—
সজনীর প্রাণ যত দিন না হ'তেছে বা'র ?

সত্য। তবে কেন মোরে কও আপদ-বালাই ?

মুর। ষাট্ ষাট্ মরি মরি—বালাই বালাই,—
বলিতে পারি কি তোমা হেন কথা ভাই !
তুমি সজনীর প্রাণ-ধন—কত সাধ করি
তোমারে রেখেছে সখী হৃদয় উপরি।

সত্য। তবে সখি, আমি বল সাধনার ধন

মুর। তাতেই দিয়াছে সখী সকল ভুলিয়ে
জান নাকি তোমারেই তা'র প্রাণ-মন !
তুমি সাধনার ধন,
সখীর নিকটে তুমি পরশ-রতন।

সত্য। আমার পরশে তবে সোনা হয়ে যাবে
তোমার সজনী,—সখি, লোকে কিবা ক'বে ?

মুর। লোকে আর কিবা ক'বে,—কে না ইহা জানে?-
নয়নে নয়নে যবে
হ'ল শুভ দরশন,
তখনি সজনী মোর সোণা হ'য়ে গেছে—
স্বভাবে অভাব হ'য়ে তোমাতে মিশেছে!

সাবি। চির-রসিকতা তুমি জান সহচরি,
এত কথা বলিবারে আমি ত না পারি।
ভাল, সখি, কুটীরেতে করিয়া গমন
করিগে সকলে এস সুখ-আলাপন।

(মুরলার হাত ধরিয়া সাবিত্রীর প্রস্থান এবং
সত্যবানের পশ্চাদনুসরণ।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বন,—কুটীর।

(শৈব্যা ও দ্যুমৎসেন।)

দ্যুমৎ। রাণি, ভাগ্যবতী তুমি এবে, ভাগ্যবান্
আমি, সৌভাগ্যের কথা কি আর বলিব-
মদ্রদেশ রাজবালা পুত্রবধূরূপে
শোভিত কুটীরে মম এই বন-মাঝে।
দেবতা দুর্দ্দিনে বুঝি হইলা সদয়
মোরে,—তেঁই, বিনা যত্নে হেন রত্ন
লভিলাম মোরা।

শৈব্যা। সত্য কথা তব, নাথ! বাছার আমার
মরি! কিবা রূপ-রাশি ভুবন ভুলান,
তুলনা তাহার দিতে যেন নাহি পারি
পৃথিবী খুঁজিয়া। প্রাণ মন মোহে রূপে,
জগতের চিন্তারাশি ওরূপ হেরিলে
যেন সব ভুলে যাই।

দ্যুমৎ। পুণ্যবান্ সত্যবান তনয় আমার
তা'না হ'লে এ হেন রমণী লাভ সকলের
ভাগ্যে কিগো ঘটে প্রিয়তমে! রূপে লক্ষ্মী,
গুণে যেন সরস্বতী বধূমাতা মোর।
কি মধু মাখান কথা,—সুধা কাণে বাজে
শুনিলে সে মধুস্বর। কিসে আমি দুঃখী
প্রিয়ে, আমি দুঃখী নই,—আমার মতন
ভাগ্য আর কা'র আছে?

শৈব্যা। নাথ, বাছা যবে ডাকে মোরে জননী
বলিয়া, কত যে, কি সুখ লভি এ পোড়া
মানসে—কি ক'ব তাহার কথা—মনে
ভাবি, স্বর্গ বুঝি এবে করতল মম
বিধির প্রসাদে।

দ্যুমৎ। হব রাণি, হব পুনঃ সুখী মোরা জেন
এক দিন। এই রত্ন লভিয়াছি যেই
ভাগ্য-ফলে—সেই ভাগ্য ফলে শাল্বদেশ
আবার মম আয়ত্ত হইবে।

শৈব্যা। নাথ, রাজা হ'তে আর তব আছে কি বাসনা?

দ্যুমৎ। বাসনা ?—বাসনার ফলে নর বেঁচে
রয় ভবে—বাসনা আমার নাহিক বলিব কিসে ?
আছে অভিলাষ, শাল্বদেশ
যবে মোর হইবে আয়ত্ব, সত্যবানে
সেই দিন দিয়া রাজ্যভার বাণপ্রস্থ
ধর্ম্ম আমি করিব গ্রহণ।

শৈব্যা। অভিলাষ মোরও তা'ই ; রাণী হ'তে আর
মম প্রাণ নাহি চায়।

দ্যুমৎ। রাণি, ভাব দেখি একবার সে দিনের
কথা,—যবে মোরা এসেছিনু প্রথম
এবনে, কত দুখী ছিলে তুমি, ভেঙ্গেছিল
হৃদি তব যেন একেবারে—নিরাশার
আঘাতেতে হ'য়ে আঘাতিত।

শৈব্যা। নাথ, সে দিন এখন গেছে। এবে আর
দুঃখ লেশ নাহিক পরাণে।

দ্যুমৎ। থাক যদি বন-মাঝে আরও কিছু দিন,
পরাণ তখন বনশোভা ভুলিবারে
আর নাহি চা'বে।

(চারিজন ঋষিবালকের প্রবেশ।)

১ম বা। (শৈব্যার প্রতি) হ্যাঁ মা, হ্যাঁ মা ! তুমি আমাদের রাজার মা, তুমি আমাদেরও মা, কেমন মা ?

২য় বা। মা, তুমি আমাদের ভালবাসবে মা ? রাজা সত্যবান আমাদের কত ভালবাসেন, কত আদর করেন মা, তুমিও আমাদের তেমনি আদর করবে ত মা ?

শৈব্যা। (হাসিয়া) পাগল ছেলে! আমি কি তোদের ভাল-বাসিনে বাছা? আমি তোদের নিয়েই এই বনে সুখে আছি; তোদের ভাল না বেসে থাক্‌তে পারি!

৩য় বা। মা, তুমি আমায় কোলে কর না; তোমার কোলে উঠ্‌তে আমি বড় ভালবাসি মা।

(শৈব্যার তৃতীয় বালককে ক্রোড়ে লওন।)

৪র্থ বা। হ্যাঁ মা, তুমি ওকে কোলে ক'রলে, আমাকে নিলে না,—তুমি আমায় ভাল বাসনা মা।

দ্যুমৎ। (হাসিয়া) নাও এখন,—একজনকে কোলে নিলে ত সকলেই ক্ষেপে উঠ্‌ল; নাও ওকেও কোলে নাও।

শৈব্যা। (চতুর্থ বালকের প্রতি) আয় বাছা, তুই আমার এই কোলে আয়।

(চতুর্থ বালককে শৈব্যার অপর ক্রোড়ে লওন।)

১ম বা। হ্যাঁ মা, তবে তুমি আমাদের ভালবাসনা—আমরা দাঁড়িয়ে থাক্‌লাম, আর তুমি ওদের কোলে নিলে?

২য় বা। তুমি আমাদের একটুও ভালবাস না। তা'নইলে আমাদের কোলে নিলে না—ওদের কোলে নিলে কেন!

শৈব্যা। (তৃতীয় ও চতুর্থ বালককে) তবে বাবা, তোমরা এক বার নাম, ওদের একবার কোলে নিই—

(তৃতীয় ও চতুর্থ বালকের অবতরণ ও ১ম ও ২য় বালককে শৈব্যার ক্রোড়ে লওন।)

৩য় বা। নাম ভাই, আর কেন, তোমরা ত অনেকক্ষণ চড়েছ।

১ম বা। তোমরাও ত এতক্ষণ ছিলে ভাই,—আমরা উঠনাম আর অনেক্ষণ হ’য়ে গেল?

৪র্থ বা। না ভাই, নাম, নেমে চল, আমাদের রাজা কোথায় গিয়াছেন দেখিগে।

১ম বা। (শৈব্যার প্রতি) তবে যাই মা, আমরা আমাদের রাজাকে দেখ্‌তে যাই।

(১ম ও ২য় বালকের ক্রোড় হইতে অবতরণ।)

১ম বা। তবে আমরা যাই মা। আমাদের রাজা কোথায় গিয়াছেন দেখিগে।

শৈব্যা। এস বাছা।—

৪র্থ বা। “এস” বল্‌লে কেন মা? আমরা যে এখন আমাদের রাজা কোথায় দেখ্‌তে যাচ্ছি।

দ্যুমৎ। (হাসিয়া শৈব্যার প্রতি) ‘এস’ বলার অর্থ ওরা বুঝ্‌তে পারবে কেমন করে? তুমি ‘এস’ বল্‌লে,—ওরা মনে কর্‌লে,—ওদের বুঝি তুমি যেতে বারণ কর্‌ছ।

শৈব্যা। (বালকগণের প্রতি) কেহ ‘যাই’ বল্‌লে তাকে ‘এস’ই বল্‌তে হয়। আমরা মেয়েমানুষ—‘যাই’ বলাটা আমরা দোষ মনে করি।

৩য় বা। (হাসিয়া) তা’তেই বুঝি তুমি আমাদের ‘যাও’ বল্‌লে না মা,—তা বেশ! (অপর বালকগণের প্রতি) তবে, চল ভাই, আমরা সত্যবানকে খুঁজে নিয়ে আবার এখনি ফিরে আস্‌ছি।

(বালকগণের প্রস্থান।)

দ্যুমৎ। রাণি—
কিবা সুবিমল মরি বালকের মন,
দুখ নাই, তাপ নাই, দেখে শোভা ভুলে যাই,
মনে হয় ধরি পুনঃ শিশুর জীবন।
কি মধু মাখান কথা,—প্রফুল্ল কেবল,
সংসারের শোক-হারা,—কভু না বিকল।

শৈব্যা। মহারাজ,
সাধ যায় এ দাসীর ও পরাণে,—
ধরিতে শিশুর শোভা, ওই রূপ মনোলোভা,
মানস মাখান যেন জ্যোছনার কিরণে।
যত কাল শিশু-কাল, তত কাল সুখ,
শিশু কাল গত হ'লে কেবল অসুখ।

দ্যুমৎ। আবার অসুখ কেন বলিতেছ জীবনে,
এই না বলিলে তুমি বড় সুখী পরাণে ?

শৈব্যা। সে কথা নহেক নাথ, শিশু মুখ নেহারি,
শিশু হ'তে সাধ যায়—সব যেন পাসরি।

(সত্যবান, সাবিত্রী ও মুরলাকে লইয়া বালক চতুষ্টয়ের গান গাইতে গাইতে প্রবেশ।)

১ম বা। আমরা সবাই এখন রে ভাই রাজা পেয়েছি।
২য় বা। বনের মাঝে মোহন সাজে রাজা চিনেছি।
তৃয় বা। তুলে কুসুম গাঁথি মালা,
৪র্থ বা। পরিয়ে দিব রাজার গলা,
সকলে। মা বলেছে আর কিবা ভয়, সকল ভুলেছি।

[পটক্ষেপণ।]

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অরণ্যানী।

(কুঠার হস্তে সত্যবান ও সাবিত্রী।)

সত্য। প্রিয়ে, তুমি আজ তিন দিন হ'তে উপবাস করে আছ, অনর্থক কেন কষ্ট ভোগ কর্‌তে আমার সঙ্গে এই মহাবনে এলে? আস্‌বার সময় তোমাকে কত বারণ কর্‌লেম, তুমি শুন্‌লে না; দেখ দেখি, সন্ধ্যা হ'য়ে গেল, তুমি কখন দুঃখের বার্ত্তা জান না,—আজ এই মহাবনে—অন্ধকার রাত্রে তোমার কতই না কষ্ট হবে!

সাবি। কষ্ট কি নাথ! আমি যেখানেই থাকি, তোমার সঙ্গে থাকিলে কোন কষ্ট অনুভব করিনা। আমি তোমার সঙ্গে আছি—এতে কি আমার কিছু মাত্র কষ্ট হতে পারে?

সত্য। প্রিয়ে, তুমি কি কখন পথ-শ্রমের কষ্ট জান? আজ যে আমরা কুটীর থেকে অন্ততঃ পাঁচ ক্রোশ দূরে এসেছি; পাঁচ ক্রোশ পদব্রজে ভ্রমণ করা তোমার পক্ষে যে অতিশয় কষ্টকর, তাহা তুমি স্বীকার না কর্‌লেও আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি।

সাবি। নাথ, ও কথা বার বার বলে' কেন আমায় লজ্জা

দিচ্ছ? এ কি আমার কষ্ট! তোমার সঙ্গে থাকিলে ইন্দ্রের নন্দনকানন ও এই ভয়ানক বন আমার নিকট সমান সুখকর স্থান। যে অবস্থাতেই হ'ক, দাসী তোমার সঙ্গে থাকলেই স্বর্গসুখ মনে করে। তুমি কি জান না যে, তোমার মুখ দেখলে আমি সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া পবিত্র আনন্দে ভাসি? তুমি যে আমার জীবনের ধ্রুবতারা, তুমি প্রাণময়, আমি শুধু তোমার ছায়া, আমার সুখ, দুঃখ, ভয়, ভাবনা কিছুই ত তোমা ছাড়া নয়।

সত্য। প্রিয়তমে, তুমি যে কথাগুলি বল, তা'র উত্তর করি আমার যেন এমন ক্ষমতা থাকে না। স্ত্রীলোকের জন্যই পুরুষ সুখী। সাবিত্রি, আমি পূর্ব্ব জন্মের বহু পুণ্যফলে তোমাকে লাভ করেছি। ভগবান আমাকে পরম সুখী করিবার জন্যই বুঝি দেবদুর্ল্লভ, প্রেমময়ী সাবিত্রী রত্নকে ধরাধামে প্রেরণ করেছেন। সাবিত্রি, ক্রমেই রাত্রি বেশী হয়ে এল; চল, আর কতকগুলি কাষ্ঠ-সংগ্রহ ক'রে শীঘ্র কুটীরে যাই।

(উভয়ের বনান্তরে গমন।)

(বনদেবীর আবির্ভাব।)

(গীত।)

রূপেতে বিভোরা, প্রেমে মাতোয়ারা
যুগল যুবক যুবতী,
কত আশা প্রাণে, কত ভালবাসা—
মধুর মধুর মুরতি।

আহা! মরি মরি—এরূপ মাধুরী
সোহাগের ফুল—সাধের পাপ্‌ড়ি
ঝরিয়া যাইবে, খসিয়া পড়িবে,
এত সুখ সাধ কিছুনাহি রবে,
নাশিবে এখনি যুবকের প্রাণ
বিধির বিধানে নিয়তি।
কেন ফোটে ফুল—যদি না রহিবে?
কেন রূপরাশি—দু'দিনে যা'যাবে!
হাসির লহর—কেন বা জানিনা
কেন ভালবাসা—মরম বেদনা?
কেন মেশামিশি শিরাতে শিরাতে
কেন বা পুলক বসতি?
(বনদেবীর অন্তর্দ্ধান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বন—সুরমার আশ্রম।

(শৈব্যা ও সুরমা)।

শৈব্যা। দিদি,—
রজনী গভীর হ'ল বাছা ঘরে নাহি এল,
ভাবিতে ভাবিতে আমি পড়িলাম ঘুমায়ে,
দেখিলাম কুস্বপন, তাই এনু এইক্ষণ
কহিতে সকল কথা তব মুখ চাহিয়ে।
কি আছে কপালে মোর পারিনাক বলিতে—

বাছা যেন গেছে দূরে কাষ্ঠ আহরণ তরে—
ঘুমন্ত ধরণী যেন যামিনীর কোলেতে।
কাল মেঘে ঘেরিয়াছে আকাশের গায়,
দিকে দিকে দিক-হারা—চেনা নাহি যায়।
যেন কে আকাশ থেকে নামিল সহসা—
দেখাইল সত্যবানে কত ভালবাসা।
বলিল বাছারে মোর যেন কত স্নেহ ভোর,—
বারিদান কর মোরে পাইয়াছে পিপাসা।
বাছা তা'র শুনে বাণী অন্ধকার নাহি গণি,
যেন গেল নদীতটে জল আনিবারে,
হেনকালে নদীজল ভাসা'ল ধরারে,—
সে জল-প্লাবনে দিদি, বাছা ভেসে গেল,
পারিনা বলিতে আর,—প্রাণ শিহরিল!

স্বর। রাণি,—স্বপন অলীক জেন,
কেন তা'তে দুখ গণ?

শৈব্যা। না, শোন,—
আরও আছে কত কথা
বলিতেছি তোমারে—

স্বর। কায নাই ব'লে রাণি শুনিবনা সে কাহিনী;
ব্যথিত হ'তেছ তুমি—ভাসি দুখ পাথারে।

শৈব্যা। না শোন,—
তা'র পর, অতি দূরে সেই নদীকূলে
জপেতে নিরত ছিল তাপসী সকলে,
ভাসিতে ভাসিতে বাছা সেইখানে গেল,

(তখনও পরাণ তা'র পরাণেতে ছিল)
সুন্দর তাপসী এক—ধার্ম্মিক প্রধান
করিল বাছারে মোর জীবন প্রদান।

স্থর। তবে রাণি, কিবা ভয়, কুস্বপন ইহা নয়।

শৈব্যা। না, আরও আছে—
বাছা মোর প্রাণ পেয়ে মোদের স্মরণে
মনে বড় ব্যথা পেয়ে তাপসীরে নিবেদিয়ে
আসিতে লাগিল ধীরে পুনঃ এই বিজনে।

স্থর। কৌতুহল বড় রাণি, বাড়িতেছে শ্রবণে—

শৈব্যা। হেন কালে যেন এক মাতঙ্গ আসিয়া
দাঁড়া'ল পথের মাঝে পথ আগুলিয়া;
মাতঙ্গে মাহুত ছাড়া ছিল এক জন,
রম্যবেশ—অনুভব মন্ত্রী সেইজন;
তুলিল বাছারে মোর করীর উপর,
বলিল—'করিব তোমা এবে রাজ্যেশ্বর।'

স্থর। তার পর—

শৈব্যা। রম্য এক রাজধানী—কিন্তু রাজা তা'র
কত দিন হ'য়ে গেল ছেড়েছে সংসার।
সেই রাজধানী মাঝে রমণীয় পুরে
বসাইল সত্যবানে। রাজকীয় সিংহাসনে,
মহারাজ চক্রবর্ত্তী করিল বাছারে।

স্থর। রাণি,—
এরে তুমি মিছে কেন বল কুস্বপন!
সুখলাভ হবে তব,—তাহারি লক্ষণ।

শৈব্যা। না দিদি,—

সুখী হ'তে মনে আমি আর নাহি চাই,

বাছা এবে ঘরে এলে পরাণে জুড়াই।

কেন বা পাঠানু তা'য়, ধরা অন্ধকার প্রায় ;

যা' দেখিনু স্বপনেতে বুঝি হ'বে তাই !

অভাগী কপালে বুঝি কভু সুখ নাই।

সুর। কেন রাণি, উচাটন অলীক স্বপনে ?

স্বপনেতে রাজা হয়, স্বপনেতে সব লয়,

স্বপনেতে স্বর্গবাস—শোন নাকি শ্রবণে ?

আর—স্বপন যদ্যপি তুমি মানিবারে চাও

তা'হলে বা এ স্বপনে কেন দুখী হও।

সত্যবান রাজ্যেশ্বর—কি আছে ইহার পর ?

এত রাণি সু-স্বপন, এত রাণি সুলক্ষণ,

অমঙ্গল কেন মিছে করিবারে চাও ?

শৈব্যা। দেখিলে নিজের ভাল, মন্দ তা'র ফল,

সকলেতে কয়, তাই হ'তেছি বিকল।

সুর। কোন চিন্তা নাই জেন, স্বপনে অলীক মেন,

স্বপনেতে নাহি হয় সুফল কুফল।

শৈব্যা। ভাল—দ্বিতীয় প্রহর এবে হইয়াছে রজনী

এখনও না এল কেন ?—কভু হেন হয়নি।

সুর। হয়েছে অনেক রাত্তি বুঝি কোন বনেতে

তা'রি তরে আছে কোথা—পারে নাই আসিতে,

তা'তে তুমি গ'ণনাক অমঙ্গল মনেতে।

শৈব্যা। যা' আছে কপালে হ'বে, কি আর হইবে ভেবে

এস এবে মোর সাথে—যাই আমি কুটীরে,—
একাকী আছেন রাজা—থাকিব না বাহিরে।
(উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মহারণ্য।

(সত্যবানের মৃতদেহ ক্রোড়ে সাবিত্রী।)

(সাবিত্রীর গীত।)

কি হ'ল কি হ'ল দীপ নিভে গেল,
প'ড়ে র'নু আমি আঁধারে ;—
হৃদয়ের ধন কে নিল হরিয়া,—
চাহিল না ফিরে আমারে।

(বৃক্ষান্তরালে দুইজন যমদূতের প্রবেশ।)

১ম দূত। (অপরের প্রতি) ও ভাই, এ আবার কি! একটা স্ত্রীলোক যে মরাটাকে কোলে ক'রে কাঁদ্‌ছে!

২য় দূত। বোধ হচ্ছে মরাটা ওর স্বামী। স্বামীর সঙ্গে এখানে এসেছিল, তার পর এই অবস্থা,—তাই কাঁদ্‌ছে।

সাবি। পরাণ পুতলি পরাণেতে ছিল,
পাষাণ হৃদয়ে কেবা হরে নিল ;
হৃদি ফেটে গেল হৃদয়-বেদনে,—
হৃদি-কথা বলি কাহারে ?

১ম দূত। ঠিক কথা, মরাটা ওর স্বামীই বটে, যা'হোক বড়

বিপদ দেখছি,—সতীর কোল থেকে পতিকে কেড়ে নিতে ত পা'রবনা ভাই,—আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।

২য় দূত। আরে রেখে দাও তোমার কষ্ট। পরের চাকরী করতে এসে আর অত কষ্ট বোধ করলে কায করা চলে না।

সাবি। কত সাধ ছিল পরাণেতে মোর,
ভাঙ্গিল স্বপন—কেবা ঘুম-ঘোর ;
নিঠুর বিধাতা, নিঠুর করমে
ফেলিলে গো মোরে পাথারে।

১ম দূত। না ভাই আমি ত কিছুতেই ওকে নিয়ে যেতে পা'রব না। আহা! অমন সোনার চাঁদের মত মুখ,—ওর অদৃষ্টে এমন ছিল!

২য় দূত। তুমি কেড়ে নিতে না পার আমি নিচ্ছি। তুমি ব'য়ে নিয়ে যেতে পা'রবে ত —না তাও পারবে না ?

১ম দূত। চাকরী না গুখরি। মরা বহার চাকরী যখন করতে এসেছি, তখন ব'য়ে নিয়ে যেতে হবে বইকি ভাই! ব'য়ে নিয়ে যেতে পা'রব, কিন্তু কেড়ে নিতে পা'রব না।

সাবি। কি হল কি হল দীপ নিভে গেল,
পড়ে র'মু আমি আঁধারে,—

১ম দূত। ভাই, দেখ দেখি, যে রকম কাঁদছে এতে কি তোমার বুক ফেটে যাচ্ছেনা!

২য় দূত। কিছু মাত্র না। তোমার যদি এত দয়া মায়া হয়, তা হ'লে তুমি আস্তে একে নিয়ে চল, তার পর কাযে

জবাব দিয়ে আর কায ক'রনা। আমার ও সব ভাল লাগে না; নিয়ম মত মনিবের কায ক'রব,—তাতে কাঁদুক আর কাটুক, হাজুক আর মরুক—আমার ব'য়ে গিয়েছে।

সাবি। হৃদয়ের ধন কে নিল হরিয়া
চাহিল না ফিরে আমারে,
কি হ'ল কি হ'ল দীপ নিভে গেল,
পড়ে র'নু আমি আঁধারে।

১ম দূত। রাগ ক'রনা ভাই, যদি তোমার স্ত্রীর এই রকম অবস্থা হয়, তা হ'লে তোমার স্ত্রীর মনের অবস্থা কি হয় একবার ভেবে দেখ দেখি।

২য় দূত। দেখ, তোমার আমাকে অত আধ্যাত্মিকতা পূর্ণ উপদেশ দিতে হবে না। চাকরী ক'রতে এসেছ, মনিবের কায কর—আর না পার চলে যাও, আমি গিয়ে আর একজনকে সঙ্গে নিয়ে আস্‌ছি।

সাবি। পরাণ পুতলি পরাণেতে ছিল
পাষাণ-হৃদয়ে কেবা হ'রে নিল,
হৃদি ফেটে গেল হৃদয় বেদনে,
হৃদি কথা বলি কাহারে ?
কি হল কি হল দীপ নিভে গেল
পড়ে র'নু আমি আঁধারে।

১ম দূত। না ভাই, আর ঝগড়া বিবাদে কায নাই—চল, তুমি আগে কোল থেকে নেবে, তা'র পর দু'জনে ব'য়ে নিয়ে যাব।

২য় দূত। এখন পথে এস, নিজের কায কর ভাই—অত দয়া মায়ায় দরকার কি ?

(উভয়ের সাবিত্রীর নিকট গমন।)

২য় দূত। (সাবিত্রীর প্রতি) হ্যাঁগা বাছা, তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি ! ওটা যে মরে গিয়েছে, মরাটাকে কোলে নিয়ে ব'সে আছ ! ছি ! ছি ! ওটাকে নামিয়ে ফেল।

সাবি। (লক্ষ্য না করিয়া পূর্ব্বভাবে)

কত সাধ ছিল পরাণেতে মোর
ভাঙ্গিল স্বপন—কেবা ঘুমঘোর ;
নিঠুর বিধাতা নিঠুর করমে,
ফেলিলে গো মোরে পাথারে ;
কি হ'ল কি হ'ল দীপ নিভে গেল
পড়ে রনু আমি আঁধারে।

২য় দূত। তুমি নিতান্ত পাগল হয়েছ দেখছি ! যে মরে গিয়েছে তাকে কোলে নিয়ে ব'সে থেকে লাভ কি ? ওকে নামিয়ে দাও,—আমরা ওকে নিয়ে যাই।

সাবি। (চমকিত ভাবে) তোমরা কে গা ! হ্যাঁগা আমি এই বনের মাঝে আমার স্বামীকে হারিয়েছি,—আমি কি আর আমার স্বামীকে ফিরে পাব না ?

২য় দূত। আমরা কে—তা' চিন্‌তে পারনি। আমরা শমন রাজার দূত। মানুষ পৃথিবীতে যত দিন থাকে, তত দিনের জন্ত তার স্ত্রী পুত্র পরিবারের সঙ্গে সম্বন্ধ, কিন্তু মরে গেলেই আমাদের অধিকার। তোমার স্বামী

এখন আর ইহলোকে নাই, তাই পরলোকের বিচা-
রের জন্য আমরা ওঁকে নিতে এসেছি।

সাবি। অঁ্যা—অঁ্যা—তোমরাই যমদূত। আচ্ছা, তোমাদের
কাছে জিজ্ঞাসা করি, আমি স্বামী ছাড়া আর কিছু
জানি না—আমার স্বামীকে তোমরা নিয়ে গেলে
আমি কেমন ক'রে থা'কব ?

২য় দূত। এত তোমার পক্ষে আজ নূতন না বাছা, সকলেরই
এরকম হ'য়ে আস্‌ছে, দু'দিন দশদিন প্রাণ তোমার
কেমন করবে—তা'র পর সবই স'য়ে যাবে।

সাবি। না গো—তোমাদের পায়ে পড়ি আমি স্বামী ছাড়া
হ'য়ে এক দিনের জন্য থাকতে পারব না, আমি
আমার স্বামীকে কিছুতেই ছাড়'তে পার্‌বনা, আমাকে
আর কিছু ব'লনা, তোমরা চলে যাও।

২য় দূত। (হাসিয়া) তা'ই ত,—আমরা মনিবের চাকরী ক'রতে
এসেছি আর তোমার হুকুম শু'নে চলে যাব।—কেন
গোলমাল ক'রছ বাছা—আমরা এ রকম বিপদে
আর কখন পড়িনি। আস্তে আস্তে মরাটাকে নামিয়ে
দাও—আমরা নিয়ে চলে যাই।

১ম দূত। (দ্বিতীয়ের প্রতি) ভাই, স্বামী শোকাতুরার প্রতি
একটু ধীর মেজাজে কথা কও। এরূপ বিপদে একটু
নরম হয়ে কথা কহাই ভাল।

২য় দূত। (প্রথমের প্রতি) দেখ,তুমি বেশী বাড়াবাড়ি ক'রনা।
কাজ করতে এসেছ বাবা, কাজ কর, না পার, চলে
যাও, আমি একলাই এর গতি কর্‌ছি।

(সাবিত্রীর প্রতি) বাছা, আর গোলমাল ক'রনা, আমরা অনেকক্ষণ এসেছি, আমাদের এখনও দু'টি মরা বইতে বাকী আছে, নামিয়ে দাও,—নিয়ে যাই।

সাবি। কেন তোমরা আমাকে আর জ্বালাতন ক'রছ? তোমাদের পায়ে পড়ি, তোমরা চলে যাও,—আমাকে আর কিছু বল না। স্বামীর সুখেই আমার সুখ, স্বামীর জীবনেই আমার জীবন, সে স্বামী হারিয়ে আমি কি করে থাক্‌ব। আমি কিছুতেই ছাড়্‌তে পার্‌বনা, তোমরা চলে যাও।

২য় দূত। দেখ, তুমি বড় পাগলের মত বক্‌ছ। যে মরে গিয়েছে তা'কে কি আর ফিরে পাওয়া যায়? আর গোল ক'রনা বাছা, নামিয়ে দাও, আমরা নিয়ে চলে যাই।

সাবি। ওগো স্বামী ছাড়া হ'য়ে আমি তিলেকের জন্যও থাক্‌তে পা'রব না। তোমরা যদি নিতান্তই নিয়ে যাবে, তা হলে আমাকে শুদ্ধ নিয়ে চল, আমি আর কোন কথা ক'বনা।

১ম দূত। (দ্বিতীয়ের প্রতি) রাগ ক'রনা ভাই, আমি একটা কথা বলি, এরকম বিপদ আমাদের পক্ষে এই নূতন। কেউ ম'লে আর একজন এসে আটকায়, এত আমরা আর কখন দেখিনি। তাইতেই বল্‌ছি, আমরা ফিরে যাই চল। ফিরে গিয়ে মহারাজকে সকল কথা বলিগে, তিনি যা' হয় নিয়ে [illegible] কর্‌বেন।

২য় দূত। (সাবিত্রীর প্রতি) তুমি কি [illegible]

আচ্ছা বেশ তোমার শাপ কি ? কিন্তু যে মরে গিয়েছে, তা'কে কি তুমি ফিরিয়ে আন্‌তে পা'রবে ?

সাবি। না পারি, আমি নিজেও ম'রব। আমিও আমার স্বামীর সঙ্গে পরলোকে যা'ব।

২য় দূত। তবে থাক। একটু পরে কিন্তু মহারাজ এলে, তখন কা'র কত ক্ষমতা দেখ্‌তে পাওয়া যা'বে।

(যমদূত দ্বয়ের প্রস্থান।)

(দৃশ্য পরিবর্ত্তন।)

যমপুরী।

(যমরাজের প্রবেশ।)

যম অবোধ মানবগণ ভেবেও দেখেনা কভু
সংসার ক'দিন তরে! কোথাকার লোক,
কোথা হ'তে এল—যা'বে বা কোথায়
যখন সময় তা'র হইবে পূরণ!
বৃথা দর্প—বৃথা মান—বৃথা অহঙ্কার,
বৃথা অভিমান—সকলই ফুরাবে হায়!
আমি কাল, যবে লোক কাল পূর্ণ হয়,
সবাই আসিতে বাধ্য মম নিকেতনে।
পাপী যেই, কালে সেই শাস্তি পায়
আমার সকাশে। পাপী ভিন্ন অন্যজনে
ধরি আনি বটে; কিন্তু সব অধিকার
নাহিক আমার প্রতি,—বিধির বিধানে।

পুণ্যবান জন কাল পূর্ণ হ'লে—
গমন করয়ে সুখে বিষ্ণুর গোলকে।

(চিত্রগুপ্তের প্রবেশ।)

চিত্র। মহারাজ, আদেশে তোমার নেহারিয়া
খাতা পত্র উলটি' পালটি',—পাঠায়েছি
আজি আমি দূত দুই জনে—সত্যবান-
পরমাত্মা আনিতে হেথায়।

যম। সত্যবান! শাল্বদেশ অধিপতি-
দ্যুমৎসেন-পুত্র—যুবরাজ সত্যবান!
কহ চিত্রগুপ্ত কালপূর্ণ তাহারই
কি হয়েছে এক্ষণে?

চিত্র। হঁ্যা মহারাজ, শাল্বদেশ যুবরাজ-
সত্যবান-কাল পূর্ণ হয়েছে এক্ষণে।

যম। বড়ই সুধীর যুবা,—শান্ত, দান্ত, মৃদু,
শূর;—সকল গুণের সেই ছিল
অধীশ্বর। নিয়তি লাগিয়ে অন্ধকালে
পিতা তা'র হ'ল রাজ্যভ্রষ্ট, কিন্তু কাল-
পরিবর্ত্তে পুনরায় রাজ্যেশ্বর হইবে
সময়ে। সত্যবান যুবামাত্র, তাই
দুখ হয়, অকালেতে কাল পূর্ণ হ'ল
তা'র শুনি।

চিত্র। তা'র কি অন্যায় কায করিয়াছি আমি
পাঠাইয়া দূত দ্বয়ে।

যম। ভাবিতেছি তাই মনে। অতি ধর্ম্ম-পরায়ণ,
ধর্ম্ম ব্যতিরেকে নাহি করে কোন কায;
বিশেষতঃ সেই যুবা নব-বিবাহিত
এবে মদ্রদেশ-রাজবালা সাবিত্রীর সনে।

চিত্র। প্রভো, অধীনের অপরাধ করিও
মার্জ্জনা, জিজ্ঞাসিব এক কথা, নিয়তির
পতি তুমি,—কহ দেখি, কত শত
জননীরে—কত শত অভাগীরে—
কাঁদাও কেনবা হায় হরি পুত্রধন?
সত্যবান নব-বিবাহিত, নব-বিবাহিত
এমন অনেক ছিল ত ধরার মাঝে,
তা'দের কি দোষ দেখি আনিলে হেথায়?

যম। তবু দয়া উপজয় ইহার মরণে।

চিত্র। প্রভো, হাসি পায় কথা শুনি। বলিতেছ
'দয়া উপজয় তবু ইহার মরণে।'
প্রভো, কোথা দয়া তব,—দয়া কি আছয়ে
তব কঠিন-পরাণে? দয়া যদি থাকে,—
দাও ছাড়ি বন্দীদলে—যাদের এনেছ
তুমি অকালে ধরিয়া; ফেল খুলে রাজ-
বেশ, রাজ-চিহ্ন ছাড়; নিয়ম তোমার,
নিয়তি গরভে দাও;—আর আজি হ'তে
বদ্ধ হও প্রতিজ্ঞার পাশে—না আনিবে
কোন জনে কখন ধরিয়া। প্রভো, 'দয়া
দয়া' ছাড়,—তোমার হৃদয়ে দয়া মায়া

চিহ্ন মাত্র নাই। দয়া যদি র'ত—তা'হলে
এ ধর্ম্ম-ভার নিতেনা কখন।

(যমদূত-দ্বয়ের প্রবেশ)

১ম দূত। মহারাজ, প্রণাম তোমার পদে।

(দূত দ্বয়ের প্রণাম)

যম। কহ দূত এবে তব আছে কি বারতা।

২য় দূত। মহারাজ, তব নীতি-বহির্ভূত কার্য্য
হ'তে পারে—এ ধারণা, এ বিশ্বাস
ছিলনাক আমাদের দিনেকের
তরে, কিন্তু আজি তা'ও হ'ল,—সত্যবানে
মোরা না পারিনু আনিবারে—এ কাল
আগারে!

যম। একি অসম্ভব কথা কহিতেছ দূত?

১ম দূত। মহারাজ,—
মৃতজনে ক্রোড়োপরি আছে সতী লয়ে
পারিনুনা কিছুতেই আনিতে তাহারে।

যম। চিত্রগুপ্ত, সুযথার্থ কথা তব, আমি
দয়া-হীন,—কঠিন পাষাণে মম অন্তর
নির্ম্মিত। চলিনু আজিকে হায়
ঘোরতর সর্ব্বনাশ সাধিবার তরে
সাবিত্রীর, চলিনু,—চলিনু চির তরে
রাজবালা সাবিত্রীরে করিতে বিধবা।
যে কাযেতে ব্রতী আছি হায়! দয়ামায়া
সে কাযের কাছ দিয়া যায়নি কখন।

চিত্র। মহারাজ, আজি তব মনোভাবে হ'তেছি
বিস্মিত, কত শত যুবা জনে এনেছ
ধরিয়া নাহিক ইয়ত্বা তা'র, আজি কিন্তু
যুবা মাত্র তরে করিতেছ হায়,
প্রভো, কত না চিন্তন!

যম। না—করিব না আর আমি অনর্থক চিন্তা;
(দূতদ্বয়ের প্রতি) যাও দূত, কার্য্যান্তরে তোমরা এখন;
আমি যাই, সত্যবানে আনিতে হেথায়।

(এক পার্শ্ব দিয়া যম ও অপর পার্শ্ব দিয়া
চিত্রগুপ্ত ও দূত দুই জনের প্রস্থান।)

(দৃশ্য পরিবর্ত্তন)

মহারণ্য।

(সত্যবানের মৃতদেহ ক্রোড়ে সাবিত্রী।)

কি হ'ল কি হ'ল দীপ নিভে গেল,
পড়ে র'নু আমি আঁধারে,
হৃদয়ের ধন কে নিল হরিয়া
চাহিলনা ফিরে আমারে।
পরাণ-পুতলি পরাণেতে ছিল,
পাষাণ-হৃদয়ে কেবা হ'রে নিল;
হৃদি ফেটে গেল হৃদয় বেদনে,—
হৃদি কথা বলি কাহারে?
কত সাধ ছিল পরাণেতে মোর,
ভাঙ্গিল স্বপন,—কেবা ঘুম-ঘোর,

নিঠুর বিধাতা নিঠুর করমে
ফেলিলেগো মোরে পাথারে।

(যমের প্রবেশ।)

যম। কে তুমি লো বন-মাঝে মৃত জনে লয়ে ?
অবলা যুবতী—তায় আঁধার ধরণী ;
নাহিক পরাণে দেখি কিছু মাত্র ভয় !
কেবা তুমি,—কিবা প্রয়োজন তব এই
মৃত জনে ? পাগলিনীমত কেন তুমি
আছ এরে লয়ে ক্রোড়োপরি ? ছাড়,—ছেড়ে
যাও গৃহ অভিমুখে। নীরব-রজনী,
নিবিড় কানন—আলোকের চিহ্ন মাত্র
নাহিক এখানে, সিংহ ব্যাঘ্র দুরন্ত
হিংস্র জন্তু কত আছে হেথা, বিধুমুখি,
এনখই নাশিবে তব কুসুম শরীর !

সাবি। কেবা তুমি মহাশয়, দাও পরিচয়
অধিনী অবলা জনে। বড় অসময়
হ'য়েছে আমার, পরাণের ধন, স্বামী
ধনে হারায়েছি এই বনমাঝে, তাই
অভাগিনী একাকিনী নীরব নিশীথে
লয়ে ক্রোড়ে মৃত পতি কাঁদিতেছি হেথা।

যম। নিতান্ত অবোধ বালা, সংসারের জ্ঞান
কণামাত্র বিদ্যমান নাহি তব ঠাঁই।
এ ভব-সংসার পরিহরি হায় যেবা

যায় অন্য দেশে, মূঢ়া, সে কি পুনঃ পায়
প্রাণ? এই যুবা ছিল পতি তব, ছিল
তব অধিকার, যবে এর প্রাণ ছিল,—
ছাড়েনি ধরণী; এবে এর কাল
হইয়াছে পূর্ণ,—অসার সংসার হ'তে
ছেড়েছে পরাণ; এবে তব অধিকার
নাহিক কিছুই এতে। কেন কাঁদ তবে,
কেনবা করিছ শোক ইহার লাগিয়া?
কেনবা অশুচি হও শব-পরশনে?
ছাড়,—ছাড় এরে, আমি কাল, এতে
অধিকার এখন আমার জেন,—
আগমন করিয়াছি তাই লয়ে যেতে।

সাবি। তুমি কাল! তুমি লয়ে যা'বে মম পতি!
তা'তেই এসেছ হেথা? ভাল, ভাল, এত
দুখ মাঝে আমি পেনু কিছু সুখ।

যম। মম দরশনে লোক পরমাদ গণে
তবে সতি, কিসে বল সুখ উপজিল?

সাবি। এ ঘোর কাননে অনাথিনী ক'রে
পারিবে না প্রভো, পতিরে নিতে—
তাই মম মনে সুখ।

যম। সতি, তুমি রাজ-বালা, চির সুখ তব,—
জাননাক কভু হায়, দুখ কা'রে বলে;
ভাবিতেছ তাই মনে—তব প্রাণ-পতি
পারিব না আমি নিতে? কিন্তু যদি বা

জানিতে তুমি বিশেষ রূপেতে কালের
হৃদয় হায়! কত যে কঠিন,—তা'হ'লে
কভু না ক'তে এহেন বারতা।

সাবি। কঠিন তোমারে প্রভো, মূঢ়জনে কয়;
তা'না হলে কাঠিন্যের চিহ্নমাত্র প্রভো,
নাহিক তোমার কাছে। শুনিয়াছি ঋষি-
দল মুখে তুমি ধর্ম্ম-পরায়ণ; ধর্ম্ম-
নীতি-বলে পালহ শাসন-নীতি, তবে বা
কেমনে তোমা কহিব কঠিন?

যম। সতি, কথা তব ভুল মাত্র; যেথানে
শাসন-নীতি,—শত ধর্ম্ম র'ক, কাঠিন্যের
চিহ্ন তবু তথা বিরাজিছে। কঠিন
আমার দেহ,—মম কাযে দয়া মায়া
কিছুমাত্র নাই। ভদ্রে, তোমার কথায়
আমি হয়েছি মোহিত, লও কিছু বর মাগি।

সাবি। প্রভো,—
কি কায অপর বরে? পুরাণেতে আছে,
কোন লোভ নাহি থাকে পতিব্রতা কাছে।
জলহীন নদী যথা নাহি শোভা পায়,
ভক্তিহীন মতি হ'লে সুখ নাহি তা'য়,
নরপতি-হীন ভূমি নহেক শোভিত,
রমণীরও সুখ নাই পতিতে বঞ্চিত।

যম। সতি, লও অন্য বর, ছাড় মৃত জনে।
মৃত কি পায় কভু পুনঃ প্রাণদান?

সাবি। প্রভো!
পতি ভর্ত্তা, পতি কর্ত্তা, পতি সে বিধাতা
পতির মতন কেহ নহেক দেবতা।
পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, পরিমিত ধন
স্নেহ-বশে, ভক্তিভরে করে বিতরণ,
কিন্তু পতি ধন প্রভো, সর্ব্বস্ব প্রদানে
তুষেন নারীর মন,—নয় পরিমাণে।
সে পতি হারায়ে আমি কি বর চাহিব?
আমারেও লও তুমি—কিছু না বলিব।

যম। সতি, অকারণে কেন মিছে করিতেছ
শোক? আমি নিয়মের দাস শুধু,
নিয়ম আদেশে কার্য্য করি চরাচরে,—
নিয়ম লাগিয়ে তোমার পতিরে সতি,
লইতে এসেছি হায়! এ কানন মাঝে।
পাবে না পতিরে পুনঃ—লও অন্য কোন
বর মাগি—যাহা বাঞ্ছা চিতে।

সাবি। প্রভো, পতি বিনা রমণীর কিবা গতি
আছে ধরণীর মাঝে বল? পতি যা'র
আছে, থা'ক শত কষ্ট, তবুও সংসার
তা'র সতত সুখের। পতি যার নাই,
ফুল-হীন লতিকার প্রায় অনাদরে
জগতের সব লোক তারে। রমণীর
সার পতি, রমণী জীবনে এক মাত্র
ধ্রুব-তারা পতি ধন প্রভো। সে পতি

বিহনে কেমনে জীবনে র'ব ? কি সুখের
তরে পতিহারা হ'য়ে বর মাগি লব
প্রভো, তোমার সদনে ! কোন বর
চাহিনাক, দয়া করি প্রাণনাথে দাও বাঁচাইয়া।

যম। সতি, যত তুমি কর শোক—যত মোহে
মজ, বিধির বিধান কভু খণ্ডিবার
নয়। এবে পতিহারা তুমি বিধির
বিধানে,—কিছুতে তোমার পতি বাঁচিবে না
হায় ! ছেড়ে দাও, ছেড়ে সতি, গৃহে যাও,
লও অন্য বর মাগি যাহা বাঞ্ছা মনে।

সাবি। প্রভো, গুরু, বিপ্র, ইষ্টদেব—এ সকলও
হ'তে প্রাণ-নাথে জানি সার ; পুরুষের
কাছে বিদ্যা-দাতা মত আর গুরু কেহ
নাই, কিন্তু পতি-ধন সকল হইতে
পূজ্য রমণীর কাছেতে। শুনিয়াছি
শাস্ত্রে আছে, গোলকের নাথ ধরেন
পতির রূপ পতিব্রতা-তরে। সে পতি
বিহনে কেমনে জীবনে র'ব। কোন বর
চাহিনাক, দয়া করি দাও শুধু
নাথেরে বাঁচায়ে।

যম। সব জানি সুলোচনে, কিন্তু জেন সার,
অনিত্য এ ধরাধাম—সকলি অসার।
কালের পূরণে কালে সকলে যাইবে,
তব পতি মত গতি সকলের(ই) হবে।

তবে কেন মিছে শোক, কেন বা রোদন,
বর মাগি কর সতি গৃহেতে গমন।

সাবি। প্রভো,—
এই কি কপালে ছিল! আমি পতিধনে,
ভাবিতাম সব তীর্থ—ইঁহারি পূজনে,
বার, ব্রত, ইষ্ঠা, নিষ্ঠা নাহি করিতাম,
চরণ বন্দনে সব ফল লভিতাম।
প্রভাতে উঠিয়া আগে বাস পরিহরি
যাইতাম গৃহকার্য্যে নমস্কার করি।
এখন সেরূপ প্রভো, কাহারে করিব?
পারিব না,—যাও তুমি, কভু না ছাড়িব।

যম। সতি—
কেন মিছে কর আর বিফল রোদন?
লও কোন বর মাগি, পাবে না পতিরে
পুনঃ, জেন তুমি সার।

সাবি। প্রভো,—
পতি সেবা রমণীর জীবনের সার,
পতি বিনা রমণীর কিছু নাহি আর;
পতির জীবনে প্রভো, রমণী জীবন,
পতির বিহনে প্রভো, রমণী মরণ।
পতির মতন আর কার স্নেহ পাব,
মন-কথা মনখুলি কাহারে কহিব?
প্রেম-ভরে পুলকেতে আমারে যতন
কে আর করিবে বল, পতির মতন!

সাধ নাই কোন বরে, প্রভো, পতিধনে
নিওনা—নিওনা কাড়ি,—মিনতি চরণে।

যম। সাধ্বি,—
অপর জনমে পাবে পুনঃ এই পতি,
এবে লও কোন বর—যাহা তব মতি।
বিধির করম যাহা কে তাহা লঙ্ঘিবে?
সিন্ধু-পথে বীচিমালা—কে বল রোধিবে?
যত তুমি কর শোক—কর বা রোদন
পুনঃ পতি-ধনে তুমি পাবে না এখন।
লও কোন বর মাগি,—গৃহে যাও সতি,
কেন আর মোহে মজ—তুমিত সুমতি।

সাবি। প্রভো,—
যত কাল র'বে প্রাণ আমার পরাণে
তত কাল পতি-ধনে রাখিব যতনে,
পারিব না, পারিব না ছাড়িতে এ ধন;
যদি ল'বে তবে লও আমারও জীবন।
কোন বর চাহিনাক তোমার সদনে,
শুধু মোরে ফিরে দাও আমার রতনে;
রাজরাণী, ভিখারিণী—যা' দশা তা' হোক
প্রাণপতি কাছে যেন চিরকাল র'ক,
প্রাণ-ধনে এ জীবনে যেন না হারাই,
তব পদে এ মিনতি,—শুধু এই চাই।

যম। সতি,—
বুঝাইব কত আর; বুঝে দেখ মনে,
তব পতি-পরমায়ু নাহিক এক্ষণে।

তৈল বিনা দীপ কভু জ্বলিতে না পারে,
পরমায়ু বিনা প্রাণ থাকে না সংসারে।
লও, কোন বর মাগি—যাহা সাধ মনে,
থেকনাক আর হেথা, যাও সুলোচনে।

সাবি। প্রভো,—
নিয়মের পতি তুমি, তোমার নিয়মে
কার্য্য হয় চরাচরে। যদি কোন বর দিবে,
দাও তবে,—শ্বশুর আছেন মম অন্ধেতে
আতুর, চক্ষুষ্মান হ'ন তিনি—

যম। সতি, করিলাম বরদান—দ্যুমৎসেন
চক্ষুলাভ করিবে ত্বরায়, যাও এবে
গৃহমুখে—ছাড় মৃতজনে।

সাবি। প্রভো, ক্ষমা কর—ক্ষমা কর মোরে
ছাড়িতে নারিব কভু পরাণ পুতলি।

যম। সতি, পাগলিনী মত কেন কহিতেছ
বাণী ? সত্যবান মৃত এবে, মৃতজনে
রেখে কিবা হবে ফলোদয় ? দাও ছাড়ি,
দাও, আমি ত্বরা লয়ে যাই।

সাবি। প্রভো,—
কুমারী কালেতে আমি ছিলাম আঁধারে
প্রাণনাথ প্রসাদেতে চিনিনু সংসারে,
সংসারের উপদেশ, সংসারের জ্ঞান—
করিলেন নাথ মোরে কত শিক্ষাদান,

সংসার-তরণী নাথ,—সংসার বন্ধন,
পারিব না ছাড়িবারে মম প্রাণধন।

যম। সতি,—
বিফল রোদন তব, বিফল রোদন,
সংসার জানিও শুধু মিছার স্বপন।
সংসারেতে সুখ কোথা, অনিত্য সকলি!
তবে কেন মিছামিছি মিনতি কেবলি?

সাবি। প্রভো,—
পতির সদনে মম ছিলনাক মান,
ভাবিতাম, হবে বুঝি তাঁর অপমান।
হেরিলে তাঁহার দুখ হৃদি ফেটে যে'ত
পরাণে পরাণ যেন নাহিক রহিত।
চিরকাল জানি মনে, থাকিবেও মনে
প্রাণনাথ কল্পতরু রমণী জীবনে।
নিওনা পতিরে মোর; অনাথিনী ক'রনা;
পতি বিনা কিছু মনে আমি যে জানিনা।

যম। সতি—
আত্মার বিনাশ নাহি হয় কদাচন,
তব নাথ পরমাত্মা (ও) না হবে নিধন।
জীর্ণবাস পরিহরি যথা নরগণ
পরিধান করে দেখ নবীন বসন
তেমতি লো পরমাত্মা জীর্ণ-দেহ ছাড়ি,
প্রবেশে নবীন দেহে—নববেশ ধরি।
তা'র লাগি মিছামিছি অনুতাপ কেন,
সকলেরি এই মত হইবেক জেন।

সাবি। অভাগীর(ও) পরমাত্মা লও তবে প্রভু,
কিছু না বলিব আমি কাঁদিব না কভু।
সংসারে থাকিতে হ'লে কাঁদিতে হইবে,
সংসারে সংসারী ছাড়া কভু না সাজিবে।
হীন-মতি নারী আমি, জানি শুধু সার,—
পতি বল, পতি বুদ্ধি, পতিই সংসার।
এমন সংসারে আমি ছাড়িতে নারিব,
পতি-হারা হ'লে প্রভো, আমিও মরিব।

যম। সতি,—
কেবা তুমি, কেবা কা'র, কোথা তুমি ছিলে?
কোথায় যাইবে তুমি,—কেন বা আসিলে
কে র'বে ধরণীতলে বল চিরদিন?
ধন, জন, যৌবন—সবই কালে লীন।
কিছু নয়,—কিছু নয়—সংসার স্বপন,
সংসারে জন্মিলে হ'বে অবশ্য মরণ।
তবে কেন মিছা মিছি আপন আপন,
আপন হইলে পরে হ'ত কি এমন?

সাবি। প্রভো,—
অবোধ রমণী, তত্ত্ব কথা নাহি জানি,
সংসারের মাঝে শুধু প্রাণনাথে চিনি।
যখন মরিব আমি তখন মরিব,
এবে কেন তাহা ভাবি ইঁহারে ছাড়িব?
করিতেছি নিবেদন—মিনতি গো পদে,
নিওনা নাথেরে কাড়ি,—ফেলনা বিপদে।

যম। সতি,—

তোমার মতন নারী আর দেখি নাই ;
লও কিছু আরও বর চাহি মম ঠাঁই।
যে গিয়েছে চ'লে পুনঃ তা'রে না পাইবে
এ ছাড়া তা' দিব আমি যা' তুমি চাহিবে।

সাবি। দিবে প্রভো, আরও বর মোরে দয়া ক'রে ?
দাও পুনঃ শাল্বদেশ শ্বশুরের করে।

যম। পাবেন শ্বশুর তব ফিরে শাল্বদেশ
করিলাম বরদান,—ছাড় এবে মৃতজনে।

সাবি। প্রভো, নিতান্ত দুখিনী আমি, ক্ষমা কর,
ছাড়িতে নারিব কভু প্রাণেশ রতন।

যম। সতি, যাও নিজ নিকেতনে ; এ কানন-
মাঝে করিতেছ কেন বল বিফল রোদন ?
বাঁচিবেনা সত্যবান,—যা'ব এরে লয়ে,
বরঞ্চ অপর বর লও তুমি মাগি।

সাবি। প্রভো,—

প্রাণনাথে তুমি লইবে কাড়িয়া —
পুত্রবতী নহি আমি, দাও তবে কৃপা
করি এই বর মোরে—শত পুত্রবতী
যেন হই গো ত্বরায়।

যম। সতি, করিতেছি বরদান—একশত
পুত্র করিবে অচিরে লাভ,—ছাড় এবে মৃতজনে।

সাবি। প্রভো ! দিলে বর কৃপাকরি, শতপুত্র
লভিব অচিরে আমি, পুনঃ প্রাণ-নাথে

মম লয়ে যেতে চাও!—একি অসম্ভব
কথা! প্রাণ-নাথে যদি হরে' লও প্রভো,
কেমনে লভিব তবে সন্তান রতন?

যম। সাবিত্রি,—তুমিই ধন্য; তোমার বুদ্ধির
কাছে কাল পরাজিত হইল কৌশলে
আজি! দিলাম পতিরে তব পুনঃ নব-
প্রাণ; পতি-ধনে লয়ে সতি, তুমি সুখী হও।

সাবি। প্রণমামি দয়াময়। তোমার দয়ায়
সংসার মাঝারে প্রভো, কিবা নাহি হয়!
তুমি ধর্ম্ম, তুমি যোগ, তুমি সে সাধনা,
ধার্ম্মিক জনের শুধু তুমি আরাধনা।
তোমার প্রসাদে পাপী শিখে পুণ্য ফল,
অমর আবাসে যায় পুণ্যাত্মা সকল।
মূঢ়া নারী কিরূপেতে চিনিব তোমারে?
প্রণাম তোমার পদে, তরা'ও আমারে।

যম। চিরকাল তব সতি, হইবে মঙ্গল,
গাহিবে তোমার গীতি রমণী-মণ্ডল।
তব ব্রত প্রচলিত হ'বে অবনীতে,
তুমি না বঞ্চিত হ'বে কখন পতিতে।
আয়ুষ্মতী হ'বে তুমি ল'য়ে পতি-ধনে,
চিরকাল র'বে তুমি প্রফুল্ল বদনে।
দিলাম তোমারে বর—কুশাঙ্কুর(ও) পদে
তব বিঁধিবেনা কভু,—র'বেনা বিপদে।

(যমের অন্তর্দ্ধান।)

(অন্তরীক্ষে বনদেবীর গীত)

মধুর খেলিছে ফুল্ল-নলিনী মধুর প্রেমের হিল্লোলে।
মধুর পরাণে বঁধুর পরাণ বেঁধেছে কাল-হারিণী।
করুণ কাকুতি-কলাপ মধুর,
বিমল প্রেম—মহিমা অপার,—
ভরিল প্রেমে নিখিল ভুবন,
ভাসিল বিশ্ব,—ভীষণ শমন ;
আঁধার কাননে বঁধুর পরশে হাসিল (আজি) সৌদামিনী।
ফুটিল যুগলে প্রেম-মিলনে—মগন প্রেম সলিলে।

(অন্তর্দ্ধান)

(সত্যবানের সংজ্ঞালাভ।)

সত্য। প্রিয়ে, রাত্রি কত ?

সাবি। প্রায় ভোর হয়ে এল নাথ, এখনও দু'একটি তারা মিটি মিটি জ্বল্‌ছে।

সত্য। আমরা কোথায় ? আমরা এখানে কেন ?

সাবি। কাষ্ঠ সংগ্রহ ক'রতে মহাবনে এসে, নাথ, তোমার ঘুম এসেছিল, তাই কোলে ক'রে বসে আছি।

সত্য। আমি ঘুমিয়েছিলাম ! না, না, আমি কোথায় গিয়াছিলাম !

সাবি। কোথায় যা'বে নাথ ! তুমি ঘুমিয়ে ছিলে।

সত্য। না প্রিয়ে, যেন দিব্যকান্তি বিশিষ্ট এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আমার সম্মুখে এসে বল্‌লেন, আজ তোর পাপ পুণ্যের বিচারের দিন ; তুই সংসারে এত দিন কি কায করলি আমার সম্মুখে আজ তারই পরীক্ষা দিতে

হ'বে। সুন্দর গঠন, মনোহর কান্তি ; কিন্তু আমার তাঁ'কে দেখে বড় ভয় হ'ল, আমি ভয়ে জড়সড় হ'য়ে যেন বাকশূন্য হয়ে প'ড়্লাম,—কোন কথা কইতে পা'র্লাম না। তা'র পর দেখ্‌তে দেখ্‌তে যেন আমরা এক সুন্দর অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ ক'র্লাম। সেখানে যেন অসংখ্য নরনারী কত উৎকট উৎকট কাযে লিপ্ত রয়েছে। এক ভয়ঙ্কর—অসীম রক্তের নদী, সেই নদীতে কত লোক ডুবে যেন সেই রক্ত পান ক'রছে, কিন্তু অসহ্য দুর্গন্ধে পরক্ষণেই বমন ক'রে ফেল্‌ছে, অমনি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, দুই জন দীর্ঘকায় পুরুষ আরক্ত লোচনে পুনরায় সেই রক্ত পান ক'র-বার জন্য উত্তেজিত ক'র্‌ছে ; কেহবা ভয়ে জড়-সড় হয়ে প্রাণে ম'রে সেই উদ্‌গিরিত বমন আবার গলাধঃকরণ ক'র্‌ছে ; কেহবা উহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ ক'র্‌ছে, অমনি সেই পুরুষ যুগলের ভীম প্রহারে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছা'ড়্‌ছে।

সাবি। বোধ হয় ঘুমের ঘোরে স্বপন দেখে থাক্‌বে, নাথ।

সত্য। না, স্বপন নয়। একস্থানে কতকগুলি অভাবনীয় যন্ত্র একটা অত্যুচ্চ মঞ্চের উপর স্থাপিত র'য়েছে ; কয়েক জন লোকে সেই যন্ত্রের মধ্যস্থলে উর্দ্ধপদে, হেটমুণ্ডে থাকিয়া নিয়ত ঘূর্ণিত হ'চ্ছে ; কতক-গুলি ফণাধর সর্প মুখ-ব্যাদান পূর্ব্বক অনবরত সেই লোক গুলিকে দংশন ক'রছে ; দংশনে অস্থির হ'য়ে চীৎকার ক'রলেই একজন ভীমমূর্ত্তি বিরাট

পুরুষের প্রকাণ্ড মুদ্গর কর্ত্তৃক নিগৃহীত হ'তে হ'চ্ছে।

সাবি। ও স্বপ্ন ভিন্ন কিছুই নয়, নাথ। তুমি যে বর্ণনা ক'রছ, ও ত নরকের বর্ণনা—জীবন্তে কি কেহ নরক দেখে থাকে?

সত্য। না প্রিয়ে, আরও কত কি দেখ্‌লাম, সব আমার মনে নাই। যে ঘটনাস্থলের কথা ব'ল্‌ছিলাম,—তারই অদূরে মূর্ত্তিমান কাল মেঘের মতন কতকগুলি লোক সম্পূর্ণ উলঙ্গাবস্থায় জীবন্ত কৃমি ভক্ষণ ক'র্‌ছে; মুখের বিবর্ণতা হ'বার যো নাই; বিবর্ণভাব দে'খ্‌লেই আবার একজন ভয়ঙ্কর পুরুষ অশেষ প্রকারে শাস্তি বিধান ক'র্‌ছে। আমার সেই সব দেখে বড় ভয় হ'ল; আমি ভয়ে কেঁদে উঠ্‌লাম্। সেই সময় সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আবার আমাকে বল্‌তে লাগ্‌লেন—"তুই আমাকে চিনিস না, আমি ধার্ম্মিকগণের রাজা? আমার কাছে রাজা, প্রজা, মূর্খ, বিদ্বান, ধনী, নির্ধ-নের পার্থক্য নাই। পৃথিবীর লোক মাত্রেই যে পাপ করে, আমি তা'কে দণ্ড দিই—পুণ্যাত্মাগণকে আমি কিছুই বলিনা। তোর আজ পাপ পুণ্যের বিচার ক'রব; তুই সংসারে থেকে এতদিন যা' ক'রে এলি, আমার সম্মুখে সকল কথা প্রকাশ ক'রে বল।"

সাবি। স্বপ্ন বই কি নাথ! স্বপ্ন না হ'লে এ রকম, দেখ্‌বে কেন?

সত্য। না, তার পর, আমি কি বল্‌তে গেলাম, এমন সময়

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী ভগবান শ্রীহরি যেন আমাদের সম্মুখে এসে ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করে ব'ল্‌লেন,—'ও এ পর্য্যন্ত কোন পাপ করেনি, ওর প্রতি শাস্তি বিধান হ'বে না।' তার পর প্রিয়ে, বল্‌তে শরীর রোমাঞ্চিত হ'চ্চে, যেন তুমিই মূর্ত্তিময়ী সতীর রূপে সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হ'লে, ধর্ম্মরাজের পায়ে ধরে কত কাঁদ্‌লে। তোমার ক্রন্দন দেখে ধর্ম্মরাজের বড় দয়া হ'ল; তিনি দয়া-পরবশ হ'য়ে আমাকে তোমার হাতে হাতে সঁপে দিলেন। বল্‌লেন,—দেখ সত্যবান, কখন যেন ধর্ম্মভ্রষ্ট হ'ও না, ধর্ম্মভ্রষ্ট হ'লেই নরকে ডুব্‌তে হ'বে। তার একটু পরেই সে ঘোর ভেঙ্গে গেল, আর ত কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছিনে।

সাবি। স্বপনই দেখেছিলে, নাথ। স্বপনে লোক কত কি দেখে।

সত্য। স্বপ্ন নয়, আমি ঠিকই দেখেছি, আমি যেন পৃথিবীতে ছিলাম না। যা' হোক, এখন ভোর হ'য়েছে, চল কুটীরে যাই, না জানি পিতা মাতা আমাদের জন্ম কত ভাব্‌ছেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বন—সুরমার আশ্রম।

(শৈব্যা ও সুরমা।)

শৈব্যা। না সুরমা দিদি, তুমি আমাকে প্রবোধ দিবার জন্য ও সকল কথা বল্‌ছ। দিদি, আমি নিশ্চয়ই বল্‌তে পারি, বাছার কোন বিপদ ঘটেছে, বিপদে না পড়্‌লে, বাছা আমার কাল্‌ রাত্রেই কুটীরে আস্‌তো। আহা, বাছা বুঝি দুঃখের জ্বালায় কাষ্ঠ-সংগ্রহে কোন ঘোর-বনে গিয়ে প্রাণ হারিয়ে থাক্‌বে!

সুর। রাণি, অনর্থক কেন অধীরা হ'চ্চ? দেখ দেখি, রাজা দ্যুমৎসেন বহুকালের পর আবার চক্ষু-রত্ন লাভ ক'র্‌লেন। যাঁর এমন ভাগ্য,—বিনা চিকিৎসায় যাঁর অন্ধত্ব ঘুচে গেল, তাঁর কি এ সময়ে কোন বিপদ ঘট্‌তে পারে? আমি নিঃসন্দেহ বল্‌তে পারি, সত্যবানের কোন বিপদ ঘটেনি, সত্যবান নিশ্চয়ই কুশলে আছে।

শৈব্যা। না দিদি, প্রাণ আর আমার মানা মান্‌ছে না,—সেই স্বপ্নের কথা মনে হ'চ্চে। মনে করি, ছুটে গিয়ে বাছা আমার কোথায় আছে দেখে আসি।

(দ্যুমৎসেন ও কেশবের প্রবেশ।)

দ্যুমৎ। না,—কত স্থানে গেলাম, কত খুঁজ্‌লাম, কিন্তু কোন স্থানেই সন্ধান পেলাম না। এখনও না আস্‌বার

কারণ কি? তপস্বীরা বল্‌লেন, বোধ হয় বেশী দূরে গিয়ে পড়েছে, রাত্রিও অন্ধকার, সেইজন্য আস্‌তে পারেনি,—তাই হবে। তদ্ব্যতীত বিপদ ঘট্‌লে প্রাণ আমার নিশ্চয়ই একেবারে অস্থির হ'য়ে পড়্‌তো; তা' যখন হয়নি, তখন যে কোন বিশেষ বিপদ ঘটেনি—এটা ঠিক্‌।

শৈব্যা। (দ্যুমৎসেনের প্রতি) এনে' দাও মহারাজ, আমার সত্যবান কোথায় আছে, খুঁজে এনে' দাও, তা' না হ'লে আমি আর কিছুতেই স্থির হ'তে পাচ্চিনে। মহারাজ, যাও, আর একবার যাও, আর বিলম্ব সহ্য হ'চ্চে না।

কেশ। (শৈব্যার প্রতি) মা, আমরা অনেক স্থানে গিছ্‌লাম, কিন্তু কোথাও সন্ধান পেলাম না। একটু অপেক্ষা করুন মা, দেখি, যদি আরও একটু পরে সত্যবান না আসেন, তা' হ'লে যা' হয় একটা উপায় স্থির ক'র্‌ছি।

শৈব্যা, কেশব, যে দিন তোমাকে প্রথম দেখেছি, সেই দিন থেকেই তোমাকে ও সত্যবানকে আমি ভিন্ন ভাবি না; তুমিও আমাকে যথেষ্ট ভক্তি কর। যাও বাছা, আর একবার আমার জন্য একটু কষ্ট ক'রে বাছাকে খুঁজে নিয়ে এস।

কেশ। মা, সত্যবানকে খুঁজ্‌তে যাব, এতে আর কষ্ট কি? সত্যবান এ পর্য্যন্ত না আসাতে আমিও যথেষ্ট ভাবিত রয়েছি। কোথায় আছেন ,ঠিক

জানি না ব'লে ভাবছিলাম, আর একটু অপেক্ষা ক'রে যাব, কিন্তু আপনি যখন এত অস্থির হয়েছেন, তখন আর অপেক্ষা না ক'রে এখনই চল্লাম। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন সত্যবানকে লইয়া এখনই আপনার কাছে উপস্থিত হ'তে পারি। (দ্যুমৎসেনের প্রতি) মহারাজ আপনি কুটীরে যা'ন, আমি একাকীই সত্যবানের অন্বেষণে যাচ্চি।

(কেশবের প্রস্থান।)

দ্যুমৎ। (শৈব্যার প্রতি), রাণি, কেশবকে অনর্থক কষ্ট দিতে পাঠালে, অল্প ক্ষণ পরেই সত্যবান আস্‌বে—তার আর সন্দেহ নাই।

শৈব্যা। না মহারাজ, বিপদে না পড়্‌লে বাছা এতক্ষণ নিশ্চয়ই আস্‌তো। আমি দিব্য-চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্চি, বাছা যেন আমার কি বিষম বিপদে অস্থির হ'য়ে পড়েছে, তাই আস্‌তে প'াচ্চে না।

দ্যুমৎ। স্ত্রীলোকের মন যেমন কোমল তেমনই পদে পদে বিপদ গ'ণ্‌তে মজবুত। তুমি স্ত্রীলোক, তোমাকে বিশেষ চেষ্টা কর্‌লেও বুঝাতে সক্ষম হ'ব না। ভাব দেখি, তুমি ত এত অস্থির হ'চ্চ, কিন্তু কোন বিপদ ঘট্‌লে, পিতৃপ্রাণ—আমার প্রাণ কি একটুও কাতর হ'ত না। আমি নিশ্চয়ই বল্‌ছি, সত্যবান কুশলে আছে,—তার আর সন্দেহ নাই।

সুব্র। রাণি, অধীর হ'ও না, সত্যবানের কোন বিপদ ঘটেনি, সত্যবান নিশ্চয়ই কুশলে আছে। তপস্বীরা যা'

বলেছেন, সেই কথাই ঠিক। কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য বহুদূরে গিয়ে পড়েছে, রাত্রিও অন্ধকার, বিশেষতঃ বধূমাতা সঙ্গে আছেন, সেই জন্য রাত্রে কুটীরে আস্‌তে পারেনি। এখনই এসে আমাদিগকে চরিতার্থ ক'রবে।

(সত্যবান, সাবিত্রী ও কেশবের প্রবেশ।)

শৈব্যা। (সত্যবানের প্রতি) বাছা এত ক'রে কি ভাবা'তে হয় ? আমার মাথা খাও, এক দিনও আর অপরাহ্ণকালে কোথাও যেও না। দেখ দেখি তোমার জন্য ভেবে ভেবে আমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছি।

সত্য। মা, বড় রাত হ'য়ে গেল, সেই জন্য আস্‌তে পারিনি, বৃক্ষতলেই রাত্রি যাপন ক'রেছিলাম।

শৈব্যা। (সাবিত্রীর প্রতি) আহা, সমস্ত রাত্রি অনাহারে বাছার চাঁদমুখ খানি শুকিয়ে গিয়েছে। চল মা, এখন কুটীরে চল, কুটীরে গিয়ে আহারাদি ক'রে গত রাত্রের গল্প ক'রবে।

[সকলের প্রস্থান।]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

শাল্বদেশ—রাজপ্রাসাদ—মন্ত্রণাগৃহ।

মন্ত্রী, পারিষদবর্গ এবং রাজপুরোহিত

মন্ত্রী। শুন সভাসদগণ, পুণ্যময় স্থান
এই শাল্বদেশে, রাজা দ্যুমৎসেন
শাসিত শাসন নীতি ; তাঁর অধিকারে
পুণ্যের সজীব মূর্ত্তি যেন এই স্থানে
করিত বিরাজ সদা ; মহাসুখে
মাতোয়ারা ছিল অধিবাসী। কিন্তু কাল-
বিপর্য্যয়ে, হইলেন নরপতি অন্ধেতে
আতুর, অমনি বিক্রমে পুরী আক্রমিলা
হায়! আসি অন্য নরপতি। সত্যবান
নামে এক আছিলা কুমার—তাঁরে আর
বৃদ্ধ রাণী—উভয়ে লইয়া হইলেন
বনবাসী রাজা দ্যুমৎসেন—মনের
দুঃখেতে।

পুরো। কহ মন্ত্রি, এখনও কি বনে তিনি
আছেন জীবিত ?

মন্ত্রী। আছেন জীবিত তিনি, শুন সভাসদ
সবে—শুন মোর কথা, যেই রাজা এই
পুরী শঠতার বলে করেছিল
আক্রমণ, তারে হারায়েছি এবে

রণ জয়ী হ'য়ে। এবে মম অভিলাষ,—
কানন হইতে দ্যুমৎসেন নরপতি
আসিয়া হেথায় লউন আপন রাজ্য,
রাজাসন তাঁরে সবে করি সম্প্রদান।

১ম পারি। অতীব মধুর বাণী তোমার সচিব,
আনন্দ-সলিলে আজি হ'নু নিমগন
শুনিয়া তোমার কথা।

২য় পারি। যাঁর রাজ্য তাঁর হবে,
দেশ পুণ্যময় হবে,
হেরি পুণ্যবানে;
সকলে থাকিবে সুখে,
জয় জয় গা'বে মুখে
এ সুখের দিনে।

মন্ত্রী। সকলের অভিপ্রায় করহ প্রকাশ।

১ম পারি। মন্ত্রীবর, সকলেরই অভিমত এই,
অবিলম্বে আনি হেথা সেই পুণ্যবানে
প্রদান করহ তাঁরে এই শাল্বদেশ।

মন্ত্রী। চল সবে যাই তবে আনিতে তাঁহারে—
বন মাঝে যথা তিনি। গাও সবে,—জয়
জয় জয় দ্যুমৎসেন নরপতি।

সকলে। জয় দ্যুমৎসেন নরপতি।

(সকলের প্রস্থান।)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

শাম্বদেশ—রাজ প্রাসাদ—রাজসভা।

সত্যবান ও সাবিত্রী রাজসিংহাসনে সমারূঢ় : এক
পার্শ্বে রাজা দ্যুমৎসেন ও শৈব্যা এবং অপর
পার্শ্বে রাজা অশ্বপতি ও মালবী উপবিষ্ট :
তৎসম্মুখে কেশব ও সুরমা এবং তৎ-
পশ্চাতে মন্ত্রী আসীন : সর্ব্বনিম্নে
পারিষদবর্গ উপবিষ্ট, রাজ-
পুরোহিত এবং দে-
বর্ষি নারদ সভার
একতম দেশে
সমাসীন।

(মুরলার গাইতে গাইতে প্রবেশ।)

মন মোহিল, আজি প্রাণ মোহিল,
দম্পতি সুখের সাজে কত শোভা ধরিল।

(ঐ সুর বজায় রাখিয়া ঋষি বালকগণের গাইতে
গাইতে প্রবেশ।)

ঋষি বা। দুখের বরষা গেল—ধীরে ধীরে,
মুর। সুখের শরৎ এল—হাসির লহরে,—
সকলে। কাননে কলিকা দল ফুটিল,
কিবা পরিমল ছুটিল।

যবনিকা।

